NSHM udaan SKILLS FOUNDATION

আপনি কি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান? চোখ রাখুন পাঁচের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৪

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ছয়ের পাতার বিশেষ আকর্ষণ

সীমানা ছাড়িয়ে

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৬ অগ্রহায়ণ – ৩ পৌষ, ১৪২১ ঃ ১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.8, 13 December - 19 December, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

গীতার উপর হিন্দুত্বের ছাপ মারা মুর্খামির পরিচয়

ওঁকার মিত্র

আজকাল একটি কার্যকরী পদ্ধতি চালু হয়েছে। যে কোন বস্তু বিশেষ করে ইলেকট্রিকাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস উৎপাদিত হলেই তার জন্য একটি 'ইউজার ম্যানুয়াল' তৈরি হয়। সেটায় বস্তুটিকে কিভাবে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা লিপিবদ্ধ থাকে। এমনকি বস্তুটির বিভিন্ন অংশের পরিচয়েরও উল্লেখ থাকে ওই ম্যানুয়ালে। ম্যানুয়াল অনুযায়ী বস্তুটিকে ব্যবহার না করলে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে তেমনই যখন তখন বিগড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। গীতাও ঠিক তাই। মানুষ নামক উৎপাদনের ইউজার ম্যানুয়াল। মহাকাব্য মহাভারতের অষ্টাদশ খন্ডে শ্রী ভগবান কথিত এই ম্যানুয়ালটি লিপিবদ্ধ করেছেন মহাকবি ত্রিকালদর্শী ব্যাসদেব স্বয়ং। মানুষ কি পদ্ধতিতে পরম আনন্দে দুঃখ যন্ত্রণা ছাড়াই জীবন কাটাতে পারে তাই ছন্দময় শ্লোকের দ্বারা লেখা আছে গীতাতে। মানুষ মাত্রেই গীতাকে অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। তাই গীতাকে কোনও ধর্ম বা বর্ণের বলে চিহ্নিত করা মহাপাপ। অনেকে অজ্ঞতার ফলে গীতাকে হিন্দু ধর্মের একচেটিয়া বলে চিহ্নিত করে সম্প্রদায় ভুক্ত করে ফেলেছেন। কারণ অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মীয় ছুতমার্গের জন্য গীতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

প্রথমত সমগ্র গীতার কোথাও হিন্দু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। দ্বিতীয়ত হিন্দু ধর্মের প্রচলন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে। আর গীতা রচিত হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তখন পৃথিবীতে কোনও ধর্ম বলে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু মনুষ্য ধর্ম। তাই গীতা রচিত হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তখন পৃথিবীতে কোনও ধর্ম বলে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু মনুষ্য ধর্ম। তাই গীতা শুধু হিন্দুদের নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, শুধু এশিয়া মহাদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বে যেখানেই মানুষ উৎপাদিত হয় সেখানকার জীবনদর্শনের ম্যানুয়াল। এমনকি গীতায় ভারতবর্ষ বা অন্য কোনও দেশের উল্লেখ নেই। কোন গণ্ডির মধ্যেই গীতা সীমাবদ্ধ নয়। তাই তো গীতা বলে 'শৃন্যন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এই বিশ্বের সকল মানুষই অমৃতের পুত্র। তবু একে হিন্দুত্বের প্রতীক বলে ভুল হয় কেন? কারণ হিন্দুরা একে তাদের ধর্মগ্রন্থ বলে অবলম্বন করেছে। ধর্ম–বর্ণ–জাতি নির্বিশেষে যে গীতাকে অবলম্বন করবে গীতা তার। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম'। অর্থাৎ ভগবানের কথায়, যারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে আমি সেই ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। গীতা সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণির ধর্মগ্রন্থ

হওয়ার যোগ্য। গীতার উপজীব্য হল বিশ্ব ও তার মানবজীবন। তাই গীতা সর্বজনীন। নিজের ধর্মগ্রন্থের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা–ভক্তি–বিশ্বাস রেখেও গীতা অবলম্বন করা সকল মানুষের আনন্দে জীবন কাটানোর চাবিকাঠি।

সত্য সর্বকালে সর্বাবস্থায় এক। শুধু যুগের পরিবর্তনে তার বাইরের রূপ ও চেহারার পরিবর্তন ঘটে। সত্য কোন ধর্মের একচেটিয়া নয়। সকল মতে সকল ধর্মগ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। সত্য যে এক এবং সনাতন তাতে কোন সংশয় নেই। হিন্দুর সত্য, মুসলমানের সত্য আর খ্রীস্টানের সত্য আলাদা নয়। হাজার বছর আগে যা সত্য ছিল আজও তা সত্য। সেই সনাতন সত্যকেই জীবন যাপনের পদ্ধতির মধ্যে তুলে ধরেছে গীতার বাণীগুলি। গীতার জীবনদর্শন হাজার হাজার বছর পরেও সত্য থাকবে। তবে দেশ, কাল পাত্র ভেদে সনাতন সত্য বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। গীতা এমনই একখানি গ্রন্থ যার প্রতিছত্রে ফুটে উঠেছে সেই আত্মজ্ঞানের অপূর্ব কৌশল। সমুদ্র হতে মেঘ, মেঘ হতে আবার সমুদ্র। ঠিক এইভাবেই গীতাতেই মনুষ্য জীবনের উৎস্য আবার গীতাতেই তার বিলীন। গীতার ভাব এমন উদার যে তাকে সহজেই সর্বযুগের সর্বদেশের করে নেওয়া যায়।

এই অমোঘ আকর্ষণের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিনে অনুবাদিত হয়েছে গীতা। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছেন গীতা সাহিত্য জগতের এক বিস্ময়। বাংলার ভূতপূর্ব গর্ভনর লর্ড রোনাল্ডস বলেছেন, গীতার তত্ত্বই ভারতীয় চিন্তার পূর্ণ পরিণতি ও সূক্ষ্ম নির্যাস। সম্রাট সাজাহানের দার্শনিক পুত্র দারা শুকো মুসলমান হলেও গীতার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেন নি। বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে লিখেছেন, গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। জাতীয় নিবন্ধ সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ। গীতাকে দুর্গমপথে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহচর বলে অভিহিত করেছেন ইংরেজ মনীষী এল ডি বার্ণেট। এক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন, ধর্ম জীবনে গীতাকে চিরসঙ্গী করলে আর অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। মহাত্মা গান্ধি মনে করতেন গীতা পারমার্থিক জননী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন গীতা বেদের সর্ব্বোত্তম ভাষ্য। কেশব কাশ্মিরী বলেছেন শ্রী ভগবান করুণাবশতঃ ভবসাগর পার হওয়ার জন্য গীতারূপ নৌকা সৃষ্টি করেছেন।

তবু ভুল হয়ে যায়। কারণ গীতা সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা। যেমন ধরুন সনাতন হিন্দু ধর্মের সদস্য হয়েও অধিকাংশ হিন্দু তাদের ধর্মগ্রন্থ গীতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। গীতা পড়ে দেখা তো দূর অস্ত। অন্যদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সেজন্যই প্রায়শই গীতাকে কোন সম্প্রদায়ের বলে ভুল হয়ে যায়। ভুল করেও একে রাজনৈতিক গন্ডিতে বেঁধে ফেলার চেষ্টা মহাপাপের সামিল। এজীবন দর্শনকে অস্বীকার করলে আরও একটা ঐতিহাসিক ভুল হয়ে যাবে।

জম্মুদ্বীপে ধৃত ৫৬ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝড়খালি সফরের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সুন্দরবনের জম্মুদ্বীপের কাছ থেকে দুটি ট্রলার–সহ ৫৬ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল

থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে জাল ও মাছ ধরার সামগ্রী। ধৃতেরা কক্সবাজারের বাসিন্দা। ধৃতদের সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মত রবিবার সকালে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ বঙ্গোপসাগরে টহল দিচ্ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

সারদাকাণ্ডে গ্রেফতার পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রকে গ্রেফতার করল সিবিআই। তাঁর বিরুদ্ধে সুদীপ্ত সেনের থেকে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা নেওয়া ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে আজ দুদফায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করা হয় মদন মিত্রকে। সিবিআই দফতরে পৌছতেই তাঁর হাতে একটি প্রশ্নমালা দেওয়া হয়। মদন মিত্রের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাঁকে জেরা করেন, সিবিআই– এর জয়েন্ট ডিরেক্টর রাজীব সিং, এসপি উপেন্দ্র আগরওয়াল, ডিআইজি শঙ্খব্রত বাগচি এবং দিল্লি থেকে আসা এক অফিসার। দ্বিতীয় দফায় পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারী অফিসার। *এরপর পাঁচের পাতায়*

জেহাদি ও জাল নোটের স্বর্গরাজ্য মুর্শিদাবাদ

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডের পর কেন্দ্রীয় তদন্ত দফতর এনআইএ ব্যাপক ভাবে তল্লাশি শুরু করেছে। এনআইএ তদন্তে উঠে এসেছে খাগড়াগড়ের ঘটনায় মৃত শাকিল, আহত আব্দুল হাকিম, রাজিয়া বিবি, আলিমা বিবি, ঘটনার মূল পাণ্ডা কওসর, হাতকাটা নাসিরুল্লা, ইউসুফ রেজাউল করিম প্রমুখের নিয়মিত যাতায়াত ছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাভা, লালগোলা, নবগ্রাম, রঘুনাথ গঞ্জ, ডোমকল ইত্যাদি থানা এলাকায়। এই জায়গাগুলোকে তারা জেহাদি কার্যকলাপের জন্য বেছে নিয়েছিল। বেলডাঙায় শাকিল আহমেদের বোরখা ঘর এবং বোরখা তৈরির কারখানার পাশাপাশি লালগোলার মোকিম নগর মাদ্রাসায় জঙ্গী প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং প্রমাণও পেয়েছে এনআইএ। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে মুর্শিদাবাদে অনেক অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকরা ধর্ম শিক্ষা দেয়।

মুর্শিদাবাদের মোট আয়তন ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সাল অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৭১,০২,৪৩০ জন। এর মধ্যে মুসলমান আছে ৩৭,৩৫,৩৮০ জন এবং হিন্দু ও অন্যান্য ২১,৩১,১৮৯ জন। এই জেলার ৯টি থানাকে সীমান্ত থানা এলাকা বলা হয়। এগুলি হল— লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গি, রাণীওলা, সুতী, সামসেরগঞ্জ, ফারাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ। এই এলাকাগুলোতে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা ১১ এবং স্বীকৃতিবিহীন ৩১টি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের ১৪০ কিলোমিটার অঞ্চল সীমান্ত এলাকায় ভাগ হয়েছে নদী ও স্থল দুই পথেই। স্থল পথে সীমান্তে কোনো বেড়া নেই। আর ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গা থেকে পদ্মা আলাদা হয়ে চলে গেছে বাংলাদেশে। ফলে একদিকে কাঁটাতারবিহীন স্থলপথ ও সহজলোভ্য নদীপথ অনুপ্রবেশের আদর্শ পথ হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ। এই পথে গরু এবং নারীপাচার ব্যাপক হারে বেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে জাল নোটও আসছে এই পথে। কলকাতা লালগোলা হয়ে বাংলাদেশে অস্ত্র চালান হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে চলছে হাওলা চক্র। জেহাদি জঙ্গি সংগঠন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে হাওলার মাধ্যমে যে টাকা পাঠায় তার নজির উদ্ধার করেছে এনআইএ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে 'জামাত' নিষিদ্ধ হলে তাদের নেতাদের মুর্শিদাবাদে আশ্রয় দিয়েছিল সিমির সদস্যরা।গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি হয়েছে এখন মুর্শিদাবাদ। গোপনে সিডি ও প্রচার পত্র বিলি করে মুর্শিদাবাদকে রাজ্য থেকে পৃথক করে ইসলামিক স্বতন্ত্র ভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে জেহাদিরা।

সন্ত্রাসবাদী সূচকেও প্রথম সারিতে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত এখন হামলা আক্রান্ত দেশ হিসাবে সামনের সারিতে। গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স, ২০১৪–র রিপোর্ট অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন দেশের তালিকায় ভারত ষষ্ঠ স্থানে। ভারত ছাড়াও আরও পাঁচটি দেশ হল ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ও সিরিয়া। মূলত সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী হামলা এই ছ'টি দেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

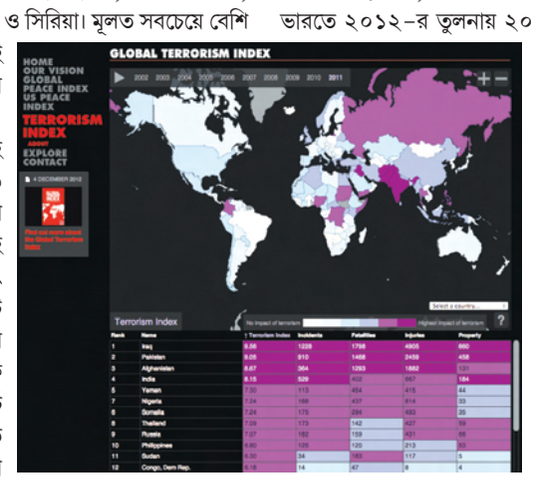

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ ভারত সহ এই পাঁচটি দেশ সন্ত্রাসবাদীদের কাছে হামলার এক নতুন ঠিকানা। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০১৩তে ১০ হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, ২০১২–র তুলনায় যা ৪৪ শতাংশ বেশি। ক্রমশই সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পাঁচটি দেশের পাশাপাশি ভারতেও ২০১২–র তুলনায় ২০১৩তে সন্ত্রাসবাদী হামলা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স বলছে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি এই সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের প্রধান ডেরা হিসাবে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারত–পাক সীমান্তে এর রমরমা বেশি। এর নেপথ্যে রয়েছে ইসলামিক সংগঠন, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং অতি বাম সংগঠন।

বিশ্বের সব থেকে বেশি হামলা হয়েছে ইরাকে। ২০১২ এবং ২০১৩–র মধ্যে ইরাকে মৃতের সংখ্যা ১১,১৩৩ থেকে বেড়ে ১৭,৯৫৮তে গিয়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ভারতে ২০১২–র তুলনায় ২০১৩তে হামলার সংখ্যা ৫৫ গুণ বেড়েছে। কিন্তু এই সমস্ত হামলা ঘটানোর জন্য তেমন কোনো মারণাস্ত্রের ব্যবহার হয়নি। তা সত্ত্বেও ২০১৩ সালে হামলার ঘটনা ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মাওবাদী সংগঠনের হামলায় ২০১৩ তেই মৃত্যু হয়েছে ১৯২ জনের যা সারাদেশে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট নিহতের সংখ্যার অর্ধেক। প্রধানত সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে রয়েছে ৪টি প্রধান ইসলামিক সংগঠন যেগুলি হলো আলকায়দা, বোকো হারাম, আইএসআইএস এবং তালিবানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ২০১৩ সালে যে ৬৬ শতাংশ মানুষ নিহত হয়েছিল তার জন্য দায়ী এই নরখাদক সংগঠনগুলিই।

এরপর পাঁচের পাতায়

নকলের দৌরাত্ম্যে হারিয়ে যাচ্ছে জয়নগরের আসল মোয়া

অশোক কুমার মন্ডল

বৈয়াকরণিক পাণিনি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মহাভাষ্যে গৌড়দেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'ইয়ং গুড়স্যদেশ গৌড়ঃ' — গুড়ের এই দেশের নাম গৌড়। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে (সি–ইউ–কি) গৌড়বঙ্গের 'শিউলি'দের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা খেজুর গাছ থেকে রস নিস্কাশন করে গুড় তৈরি করতেন। পথে পরিভ্রমণ কালে তিনি গৌড়বঙ্গের গুড় তৈরির সৌরভে মোহিত হয়েছিলেন—তাও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। গৌড়বঙ্গের এই সুবিখ্যাত গুড় শিল্প আজ বিপন্ন।

খেজুরের রস থেকে বিভিন্ন প্রকারের গুড় তৈরি হত, যেমন— পাটালি, নলেন, মুছি গুড়, ফেনি— পাটালি, ঝোলা গুড়, খাজা গুড়, চিটে গুড়, মদন কটকটি ইত্যাদি। খেজুর গাছ থেকে রস নিস্কাশনের প্রযুক্তি বাঙালি শিউলিরা গাছ থেকে রস নিস্কাশনের প্রযুক্তি বাঙালি শিউলিরা ছাড়া কেউ জানে না। বস্তুত বাঙালির এই আবিষ্কার বিস্ময়কর।

বর্তমানে নলেন গুড় নকল হয়েছে। মোয়া তৈরি করবার জন্য চায়ের দোকানের লিকার এবং কেমিক্যাল গোপনে মিশিয়ে দিয়ে মিষ্টির দোকানের চিনির গাদ ফুটিয়ে লাল রং এর খইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নকল হয়ে যাচ্ছে আসল মোয়া। কারণ নকল মোয়ার গুণগত মান এবং স্বাদ খুবই খারাপ। কনকচুর ধানের খই এবং আসল নলেন গুড় এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। নকল মোয়ার ব্যবসা এখন সারা কলকাতা শহরতলী এলাকা সমূহ সহ সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ, তমলুক, কাঁথি — প্রভৃতি শহরে রমরমিয়ে অসাধু ব্যাবসায়ীদের দ্বারা বিক্রি চলছে নকল মোয়ার কারবার।

উল্লেখ্য একমাত্র জয়নগর, মথুরাপুর থানাভুক্ত এলাকায় উন্নতমানের নলেন গুড় এবং কনকচুর ধানের খইয়ের সঙ্গে উৎকৃষ্টমানের ঘি, এলাচ, পেস্তা নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে সংমিশ্রণের মাধ্যমে মোয়া তৈরি করা হয়ে থাকে। জয়নগরের মোয়ার গুণগত মান সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ ভাবে সুখ্যাতি লাভ করেছে। প্রকাশ থাকে যে, জয়নগর–মজিলপুর এলাকার গ্রামের জমিদার চন্দ্রকেতু দত্তের বাড়িতে প্রায় ৩০০ (তিনশত) বছর আগে নবান্ন উৎসব উপলক্ষে মোয়া সর্বপ্রথম চালু হয়। জয়নগর ও মথুরাপুর এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কনকচুর ধানের খই, নলেন গুড়, এলাচ বাদাম, পেস্তার সংমিশ্রণে তৈরি মোয়া সারা ভারতবর্ষে সুনামের সঙ্গে খ্যাতি লাভ করেছে। এরপরে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে বুচকি বাবুর মোয়া মথুরাপুর এলাকার অধিবাসী তথা প্রথিতযশা–সাংবাদিক রত্নাকর প্রামাণিক বলেন যে, অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা তৈরি নকল মোয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলন বন্ধ করতে হবে।

তাহা না হলে—''নকলের দৌরাত্ম্যে চিরতরে হারিয়ে যাবে জয়নগরের আসল মোয়া।''

রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী সুব্রত সাহা বলেন যে, পরিবর্তনের সরকার এই মৃতপ্রায় শিল্পকে ফের চাঙ্গা করতে বদ্ধপরিকর। শুধু তাই নয়, উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির লক্ষেও এগোচ্ছে রাজ্য। আগামী বছর বড়দিনের আগেই জয়নগরের মোয়া, হরেক রকম গুড়, খেজুর রস সহ যাবতীয় সামগ্রী ভিন্ন আঙ্গিকে আসবে। প্রায় বিস্মৃত হতে বসা এইসব খাদ্য সামগ্রী নবীন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন যে, জয়নগরের মোয়ার পুনরুজ্জীবনে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ একটি পরিকল্পনা তৈরি করছে। তার অঙ্গ হিসেবে শিউলিদের নলেন গুড় উৎপাদনে উৎসাহী করতে খেজুর গাছ লাগানো সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। কনকচুড় ধানের চাষ বাড়াতে কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনাধীন। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হবে। জয়নগর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে সেমিনার হবে। জয়নগরের মোয়া সুদূর দিল্লিতে বিক্রি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, ''জয়নগরের মোয়া'' কথাটা শুনলেই এক সুস্বাদু মিস্টান্নের কথা মনে পড়ে। কিন্তু আজ মোয়া শিল্প গভীর সঙ্কটে। খেজুর গাছ কমে যাওয়া, জ্বালানীর দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া, কনকচূড় ধান চাষের সু–ব্যবস্থা না থাকা প্রভৃতি কারণে এই শিল্প ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এই শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি রোজগারও গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও গুণমান বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। *এরপর পাঁচের পাতায়*

ক্রুড অয়েলের পতন, সোনায় মন্দা এবং অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মেলানোই বিশ্বায়ন

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতির হালহকিকৎ নিয়ে খোঁজখবর রাখেন যারা তাঁরা বেশ কিছু সূচক মেনে চলেন। এই ব্যাপারে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম বিধি পালন করেন তারা। আসলে অর্থনীতি এমন এক গোলকধাঁধা যাতে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানে এর ভিতরে শুধুমাত্র শেয়ার বা ইক্যুটি নিয়ে আলাপ–আলোচনা হয় না। বরং সোনা–রূপার মতো মূল্যবান ধাতু, কাঁচা তেল বা ক্রুড অয়েল, কমোডিটির মধ্যেকার ঘটনাও অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যে বাজারে এত মশলাপাতি বা খাদ্যদ্রব্যের অপরিহার্য কিছু জিনিস বিক্রি হয় তার প্রভাবও কোনও অংশে কম নয়।

তবে ভারতের মতো দেশে এত শত কমোডিটি বা ক্রুড অয়েলের থেকেও শেয়ার বাজার নিয়ে মাতামাতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। কারণ সাধারণভাবে ভারতীয়রা নাকি শেয়ার ট্রেডিংয়েই বেশি অভ্যস্ত। অন্তত বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে এই ঘটনাই বেরিয়ে আসছে। তবে এটা ঠিক সোনার দাম নিয়ে যখন কমোডিটি মার্কেটে তোলপাড় চলে তখন কিন্তু অনেক সাধারণ পাবলিককেও উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যায়। মানে পাড়ার বিশুবাবু বা শম্ভুবাবুরা হয়তো কমোডিটি ব্যাপারটা বোঝেন না। যদিও সোনার দামে পতন বা উত্থান লক্ষ্য করা গেলে এইসব আম জনতাই কান খাড়া করে রাখেন। মানে কোনও না কোনওভাবে শেয়ার বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের চাহিদার বিষয়টি।

এমনিতে যারা শেয়ার বাজারের ধার পাশ দিয়েও যাওয়া আসা করেন না, তারাই মাঝেমধ্যে নিফটি বা সেনসেক্সের বাড়তি–কমতি নিয়ে বেশ কৌতুহলি হয়ে পড়েন। এটাই বোধহয় অর্থনীতির চৌম্বিক আকর্ষণ। এখন তো দেশের প্রায় সব ভাষায় প্রচারিত খবরের কাগজ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির খবরও ঠাঁই পাচ্ছে। শুধু শেয়ার বাজারের খবর নয়। তাতে আলোচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারের কাঁচা তেলের দাম কমার বিষয়টিও। আসলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ক্রুড অয়েলের দাম কমা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ। তেল উৎপাদক দেশগুলির জন্য অবশ্য এ মোটেই ভালো বার্তা নয়।

কারণ তেল রপ্তানি করেই তো তাদের কাপ্টানি চলত এতদিন। যদিও এরকম কয়েকটি দেশের সর্বনাশ সাধন হওয়ার চেয়ে অধিকাংশ বিশ্ববাসীর পৌষ মানুষ মনে হয় অনেক বেশি কাম্য। ভারতে

অর্থনীতি

বিগত দিনগুলিতে সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি। যার জেরে এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কের সুদের হার কমাচ্ছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআইয়ের গর্ভনর রঘুরাজন পরিস্কার বলেছেন বিশ্বজুড়ে কাঁচা তেলের দাম কমায় মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তাও হট করে তারা সুদের হার কমাতে চান না যাতে ফের মুদ্রাস্ফীতি নামক দানব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যদিও দেশের সরকার থেকে শিল্পপতি সকলের ভালো মতো চাপের মুখে পড়ছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গর্ভনর। এক্ষেত্রে চিনের প্রধান ব্যাঙ্কের সুদ কমানোর কথা তুলে ধরছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু তাতে করেও ডাল গলছে না। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গর্ভনরের সাফ কথা, তিনি আগে দেশের আম নাগরিকদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করছেন। উল্লেখ এর আগেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বনাম কেন্দ্রের দ্বৈরথ পরিলক্ষিত হয়েছে ইউপিএ সরকারের আমলে। তখনকার গর্ভনর সুব্বা রাও ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুদ কমানোর দাবি। এ নিয়ে তখনকার অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের সঙ্গে বৈরিতাও তৈরি হয়েছিল সুব্বা রাওয়ের। এখন অবশ্য সুদ কমানোর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অতটা দূরত্ব গড়ে ওঠেনি বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গর্ভনর রঘুরাজনের মধ্যে।

আসলে মোদির নেতৃত্বে নতুন সরকার দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের পর সবাইকে নিয়ে চলার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া অরুণ জেটলি নিজে অর্থনীতির ব্যাপারে অত্যন্ত সুপন্ডিত। তিনি ভালো মতো জানেন দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের পক্ষে কী করা উচিৎ আর কী নয়। তাও বিভিন্ন মহল থেকে যা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে নতুন বছরের শুরুর দিকেই ব্যাঙ্কের সুদের হার কমতে চলেছে। যদিও এই ব্যাপারে কিছু মুনির মত অন্য রকম। এদের মতে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগে রঘুরাম রাজন কখনই সুদ কমানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। কারণ তাতে করে ফের রক্ত চক্ষু মেলতে পারে

মুদ্রাস্ফীতি। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন বেশ কিছুদিন একটানা মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে সুদ কমাবার পথে হাঁটবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক, সুদ কমানো হলে কারা সবার আগে উপকৃত হবে। নিঃসন্দেহে যেসব শিল্পপতিরা কোটি কোটি টাকা উৎপাদনের জন্য ব্যয় করেন তাদের পক্ষে সুদ কমলে পণ্যের দামে সঠিক মাত্রা আনা সম্ভব। একইভাবে শিল্পপতিরা যদি বেশি করে ঋণ নিতে শুরু করে তবে পোয়া বারো হবে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের। এটা শুধু ভারতের জন্য নয়। সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ব্যাঙ্ক বা ফেড দীর্ঘদিন সেদেশে সুদের হার বাড়ায়নি। বরং এখন যদি কেউ আমেরিকায় ব্যাঙ্কে অর্থ রাখেন তবে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে তারা সুদ পান একেবারে ন্যূনতম। এই সংখ্যাটাই ভারতে অনেকটাই বেশি। এদেশের বহু পেনশনভোগী মানুষ অবসরের পর তাদের এককালীন টাকা দীর্ঘমেয়াদী ফান্ডে রেখে দেন। সুদের হার কমলে নিঃসন্দেহে তাদের কিছুটা মন খারাপ হবে। তবে সার্বিক পরিস্থিতি এবং দেশের উন্নয়নের দিকে তাকালে সামান্য সুদ অবশ্যই কমা উচিত বলে মনে করছেন আর্থিক বিষয়ের পন্ডিতরা। সুদের হার কমলে ব্যাঙ্কের পাশাপাশি গাড়ি শিল্প, নির্মাণ শিল্প সহ বহু সেক্টরই উপকৃত হবে। সোনার দাম বাড়ার ফলে মধ্যবিত্তকে বেশ সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল একসময়। এখন আবার সেই সোনার দাম নিম্নমুখী। কেউ কেউ মনে করছেন সোনা ২০ হাজার পর্যন্ত হিসেবে আসতে পারে। এর নিচে যদি সোনা যায় তবে মধ্যবিত্তের ভালো হলেও অর্থনীতির ভারসাম্য টাল খাবে। এখন যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েল বা কাঁচা তেলের দাম সমানে নিচে আসছে।

এই কিছুদিন আগেই ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলার যার দাম ছিল তা এখন ৬২–৬৩–র মধ্যে অবস্থান করছে। অর্থাৎ অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করলে শুধুমাত্র শেয়ারের দাম নিয়ে চর্চা করলে হবে না। অর্থনীতির সার্বিক ব্যাপার নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে জানতে হবে টাকা–ডলার–পাউন্ড–ইউরোর তফাৎ এবং সাম্প্রতিক দাম। এর জন্য যে বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে হয় তার নাম ফোরেক্স স্টাডি। এর ভগ্নাংশের হিসাবে এক দেশের টাকার দামের সঙ্গে অন্য দেশের টাকার অনুপাত খুব সহজে বের করা যায়। এছাড়া কমোডিটিতে ক্রুড অয়েল, সোনা, রূপা ইত্যাদি দামি ধাতু, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদির দাম সম্পর্কেও সমানভাবে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। সঞ্চয়ে বাধা। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। ঘাড়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই–বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে আপনি কষ্ট পাবেন। সাবধান না হলে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে ২৬৫৮ পদ খালি

বিভিন্ন পদে ২,৬৫৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের কম্যান্ড অফিস। নিয়োগ হবে মোট, সিভিল মোটর ড্রাইভার, পিওন, সুপারভাইজার, চৌকিদার সহ বিবিধ পদে। প্রার্থী বাছাই করা হবে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে। দেশ জুড়ে পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি। এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নম্বর : 34303/LRS 12–13/EIB(S)।

শূন্যপদের বিন্যাস : মোট ২,২৬৫টি। **ড্রাফটম্যান :** ৭টি। সুপারভাইজার বারাক অ্যাণ্ড স্টোর। ৬৪টি। **স্টোরকিপার গ্রেড–টু :** ১১টি। **সিভিল মোটর ড্রাইভার :** ১০০টি। **পিওন :** ৮৬টি। **চৌকিদার :** ৫৮টি। **সাফাইওয়ালা :** ২৬টি। **চৌকিদার (খানসামা) :** ১টি। **মিটার রিডার :** ১৮টি। **কেনম্যান :** ২২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট মাধ্যমিক বা সমতুল। অথবা আই টি আই পাশ। **ড্রাফটসম্যান :** আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। অটো–ক্যাড, জেরক্স বা প্রিন্টিং অ্যান্ড ল্যামিনেশন মেশিন চালানোর ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। সুপারভাইজার বারাক **অ্যান্ড স্টোর :** আর্টস বা বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। সঙ্গে মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। অথবা সিভিল বা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। **স্টোরকিপার গ্রেড–টু :** মাধ্যমিক বা সমতুল। **সিভিল মোটর ড্রাইভার:** মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স। **পিওন:** মাধ্যমিক বা সমতুল। **চৌকিদার :** মাধ্যমিক বা সমতুল। অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। **সাফাইওয়ালা:** মাধ্যমিক বা সমতুল। **চৌকিদার (খানসামা) :** মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কুকিং বা ক্যাটেরিংয়ে ডিপ্লোমা। **মিটার রিডার :** উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। **কেনম্যান :** মাধ্যমিক বা সমতুল। অথবা আই টি আই পাশ।

বয়স : ৩–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ড্রাফটসম্যান ও সুপারভাইজার বারাক অ্যান্ড স্টোর পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বাকি সব পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে স্টোরকিপার, গ্রেড টু সিভিল মোটর ড্রাইভার, চৌকিদার (খানসামা) মিটার রিডার পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা ও পিওন, চৌকিদার, সাফাইওয়ালা, কেনম্যান, মোট পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা হবে একটিই পত্রে। অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। মোট নম্বর ১৩০। সময় ২ ঘন্টা। শিক্ষাগত যোগ্যতামান অনুসারে প্রশ্ন হবে। দরখাস্ত পাঠানোর শহরে লিখিত পরীক্ষা হবে। সব কেন্দ্রেই লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত হবে একই দিনে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

দরখাস্ত করার জন্য এ ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ান টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন ইংরেজির বড় হাতের হরফে নিজে লিখে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন।

- ৩ কপি স্বপ্রত্যায়িত পাসপোর্ট মাপের ফটো। এর মধ্যে একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে। অন্য দুটি ফটো লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এবং ইন্টারভিউ/প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টের অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে।
- বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- তফসিলি এবং ও বি সিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। ওবিসিদের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট বয়ানে ঘোষণাপত্র।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। এই সার্টিফিকেটে মেডিক্যাল বোর্ডের চেয়ারপার্সন কর্তৃক প্রত্যায়িত একটি ফটো সাঁটানো থাকতে হবে।
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- খেলোয়াড় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় ৬০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ২৮×১২ সেমি মাপের ২টি খাম।
- ৩ জানুয়ারির মধ্যে পূরণ করা দরখাস্ত পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।
- দরখাস্ত ভরা খামের ওপর পদের নাম লিখবেন।

পদ ও পরীক্ষাকেন্দ্র অনুসারে দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা : ড্রাফটসম্যান : এলাহাবাদ : Chief Engineer (AF) Allahabad, Pin–900 137, c/o 56 APO.

সুপারভাইজারবারাক/স্টোরস : চেন্নাই : Chief Engineer Chennai Zone, Island Grounds, Chennai–600 009.

স্টোরকিপার গ্রেড–টু : ব্যাঙ্গালোর : Chief Engineer (AF) Bangalore No. 2, DC Area MES Road, Yeshwanthapur Post. Bangalore–560 022.

সিভিল মোটর ড্রাইভার (অর্ডিনারি গ্রেড) (সি এম ডি (ও জি) : বাথিন্ডা : Military Engineer Services Headquarters, Chief Engineer, Bathinda Zone, Hathinda Mil Stn (Pubjab), Pin–151 004.

পিওন : গান্ধীনগর : Engineer Chief (AF) Militqry

Engineer Services, Lekawada Patna, Chiloda, P.O. CRPF Campus, Gandhinagar–382 042

চৌকিদার : কলকাতা : Chief Engineer Kolkata Zone, Ballygunge Maidan Camp, Gurusaday road, Kolkata 700 019.

সাফাইওয়ালা : বাথিন্ডা : Military Engineer Serves Headquarters, Chief Engineer, Bathinda Zone, Bathinda Mil Stn (Punjab), Pin–151 004.

চৌকিদার (খানসামা) : সেকেন্দ্রাবাদ : Commander Works Engineer (Air Force), Bowenpally–Post, Secunderabad, Andhra Pradesh.

মিটার রিডার : নাগপুর : Chief Engineer (AF) Nagpur, Vayusena Nagar, Nagpur–440 007

কেনম্যান : এলাহাবাদ শিলিগুড়ি, জলন্ধর, জয়পুর, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, উধমপুর : Military Engineer Services, Chief Engineer, Jalandhar Zone, Jalandhar Cantt, Pin – 901 209

মেট (ইস্টার্ন কম্যান্ড) শিলং : Command Works Engineer (CWE), Spread Eagle Falls, Shilong, Dist–East Khasi Hills, Heghalaya, Shillong–739 011, তেজপুর : Command works Engineer (CWE), Tezpur , Post – Dekargaon, Dist – Sonitpur, Assam 784 501, ডিমাপুর : HQ 137 Works Engineer, Pin – 314 137, c/o 56, APO, বনডুবি/সেবক রোড : Command Works Engineers, Bengdubi, PO–Bangdubi, Dist – Darjeeling, West Bengal –734 424.

মেট (ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড) : দিল্লি : Military Engineer Services, Command Works Engineer (Utility), Delhi Cant–10 দিল্লি : Military Engineer Services, Command Works Engineer, New Delhi–10 ইয়ল: Military Engineer Services, Command Works Engineer Yol. Yol Cantt, Distt–Kangra, Himachal Pradesh–176 052, পালাম : Military Engineer Service, command Works Engineer (Air Force), Lalam, Delhi Cant–10, চন্ডিগড় : Military Engineer Services, Command Engineer (Air force), Chandicarh–160 003.

মেল (নর্দান কম্যান্ড) : উধমপুর : HQ CWE Udhampur, Pin–900 386, c/o 56 APO, আখনুর : HQ 135 Works Engrs (Akhroor), Pin–314 135, c/o 56, APO, শ্রীনগর : HQ 134 Works Engrs (Akhnoor), Pin 314 135, c/o 56 APO, লে : HQ 138 works Engrs (Leh), Pin–314 135, c/o 56 APO.

মেট (সাদার্ন কম্যান্ড) পুনে : Commander Works Engineer, General Cariappa Road, Pune, Maharastra –422 401, **মুম্বই :** Commander works Engineer (Subs), Pawai, Bhandup–Post Office, Mumbai, Maharastra–400 078, আমেদাবাদ : Commander Works Enginer, Camp Hanuman Cantt, Ahmedabad–380 003, যোধপুর : Commander works Engineer (Air Force) Jodhpur, Rajasthan–342 011, কোচি : Commander works engineer (Naval Works), Kataribagh Naval Base (PO), Kochi, Kerala–682 004, বিশাখাপত্তনম : Commander Works Engineer, Station Road Visakhapatnam, Andhra Pradesh : 530 004, ব্যাঙ্গালোর : Commander works Enginer (Air Force) (South), Gangamma Circle, Opposite Main Guard Room 410, Air Force Station, Jalahalli, Bangalore, Karnataka–560 013. সেকেন্দ্রাবাদ : Commander Works Engineer (Air Force) Bowenpally–Post, Secunderabad, Andhra Pradesh, পোর্ট ব্লেয়ার : Commander Works Engineer, Military Engineer Services, Minniebay, Junglighat–PO Post Blair, Andaman & Nicobar – 744 103

মেট (সেন্ট্রাল কম্যাণ্ড) : বেরিলি : Commander Works Engineer, Military Engineer service Station Road, Bareilly Cant, Pin 900 496, c/o 56 APO. দেরাদুন : Commander Works Engineer, Military Engineer Services, Dehradun Cantt, Pin–900 461, মিরাট : Commander Works Engineer, Military Engineer Services, 29 J The Mall Road, Meerut Cantt. পিথোরাগড় : Commander Works Engineer (Hills), Pithoragarh, Pin–900236, c/o 56 APO. লখনউ : Commander Works Engineer Lucknow, MG Road, Lucknow –900 450, c/o 56 APO, আগ্রা : Commander Works Engineer, 112, Tej road, Agra Cantt–01, ঝাঁসি : Commander Works Engineer, Military Engineer Services, Jhansi Cantt–284 001, ভূপাল : Commander Works Engineer, Military Engineer Services, Pin 900 236, c/o 56 APO, বামারউলি : Commander Works Engineer, Military Engineer Service, Pin–900 137, c/o 56 APO. জব্বলপুর : Commander Works Engineer, Pin–901 124, c/o 56 APO.

মেট (সাউথ ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড): জয়পুর : Military Engineer Service Headquarters, Chief Engineer, Jaipur Zone, Power House Road Bani Park, Jaipur (Rajasthan) 302 006.

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩

ই–মেল: prithatravels@gmail.com

কাকদ্বীপে পণের দাবিতে বধূকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি: পণের দাবিতে এক বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী–সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মৃত বধূ নাসমিনা বিবি (২৪) কাকদ্বীপের রথতলার বাসিন্দা। ঘটনায় স্বামী রাকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাকিবুল পেশায় কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের ল ক্লার্ক। ঘটনায় বাকি অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , গত পাঁচ বছর আগে স্থানীয় রামগোপালপুরের নাসমিনার সঙ্গে বিয়ে হয় রাকিবুলের। বিয়ের সময় সোনার গহনা–সহ প্রচুর যৌতুক দেয় পাত্রীর পরিবার। কিন্তু এরপরও বিভিন্ন সময় যৌতুক দাবি করতে থাকে পাত্রপক্ষ। নাসমিনার স্কুল কর্মচারি বাবা একমাত্র মেয়ের কথা ভেবে পণ মিটিয়েছেন অনেকবার। কিন্তু তারপরও নাসমিনার ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ। এর মধ্যে নাসমিনা মা হয় গত আড়াই বছর আগে। একমাত্র কন্যাসন্তান হয় তাদের। কিন্তু অত্যাচার চলতেই থাকে। স্থানীয়

কাকদ্বীপ থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগও করেন নাসমিনা। পুলিশ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ডেকে একাধিকবার সতর্কও করে দেয়। গত শনিবার রাতে জামাই রাকিবুল শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে জানায় নাসমিনা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই দিন কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে নাসমিনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। নাসমিনার বাবা নুর আলম লস্করের অভিযোগ, রাতে জামাই ফোন করে জানায় সব শেষ। জিজ্ঞাসা করতে বলে মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আড়াই বছরের নাতনি বলেছে, বাবা, কাকু, দাদু, দিদা মিলে মাকে মেরেছে। শ্বাসরোধ করে খুন করে মেয়েকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে দেয় ওরা। আমি শাস্তি চাই ওদের। পুলিশ নাসমিনার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পারবে।

ফোনে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে

মেয়েকে জিভ কেটে খুনের চেষ্টা বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: দশম শ্রেণীর পড়ুয়া মেয়ে ফোনে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে কথা বলত। তা মেনে নিতে পারেনি বাবা। তাই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আনার পথে রাতের অন্ধকারে কিশোরী মেয়ের জিভ কেটে দিয়ে বেধড়ক মারধর করে খুনের চেষ্টা করল বাবা। গত ৩ ডিসেম্বর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঢোলাহাটি থানার মেহেরপুরে। সঙ্কটজনক অবস্থায় মেয়ে সিফা ওরফে মনসুরা খাতুন (১৬) ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। অভিযুক্ত বাবা মনবস আলি লস্কর ঘটনার পর থেকে পলাতক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, স্থানীয় মাদারপাড়ার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর মনসবের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে সিফা স্থানীয় মাদারপাড়া স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে। মেয়ে পড়াশুনোর সূত্রে ফোনে বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়শই কথা বলত। কিন্তু বাবা মনসব ফোনে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা একদম পছন্দ করতেন না। ফোনে কথা বলা নিয়ে বাবা–মেয়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার বচসাও হয়েছে। অভিযোগ, মেয়েকে মারধরও করেছে বাবা। মারধরের ঘটনার পর কয়েকদিন আগে সিফা বাড়িতে কিছু না জানিয়ে মেহেরপুরে মামারবাড়ি চলে যায়। কয়েকদিন খোঁজাখুঁজির পর মেয়ের খোঁজ পায় বাবা। বৃহস্পতিবার মনসব মেয়েকে আনতে মেহেরপুর যায়। কিন্তু মেয়ে বাবার সঙ্গে আসতে রাজি ছিলনা। এমনকি সিফার মামার বাড়ির আত্মীয়রাও বাবার কাছে মেয়েকে ছাড়তে রাজি ছিল না প্রথমে। পরে মেহেরপুর থেকে বাবা–মেয়ের বের হতে রাত হয়ে যায়। পরদিন শুক্রবার সকালে মেহেরপুরের ধানখেতে অচৈতন্য অবস্থায় এক কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। বিষয়টি চাউর হতেই জানা যায়, অচৈতন্য কিশোরী সিফা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে কুলপি ও পরে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করে সিফাকে। কিশোরীর আত্মীয় রউপান বিবির অভিযোগ,

পড়াশুনোর জন্য বন্ধুদের সঙ্গে সিফা ফোনে কথা বলত। কিন্তু ওর বাবা ভাবত মেয়ে প্রেম করছে। সেই নিয়ে প্রায় মারধর করত বাবা। মামার বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করে জিভ কেটে নেয় বাবা। ভেবেছিল হয়ত মারা গিয়েছে। তাই ধানমাঠে ফেলে দিয়ে চলে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সিফার অবস্থা সঙ্কটজনক। জিভ কেটে নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক মারধর করা হয়েছে তাকে। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে। এখনও অচৈতন্য হয়ে আছে। কাকদ্বীপের এসডিপিও পারিজাত বিশ্বাস বলেন, পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শেষ খবর হল যে সিফার অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে এখনও ভাল করে কথা বলতে পারছে না। নির্যাতিতার বাবা মনসব আলি লস্করের বিরুদ্ধে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। সিফার মামারবাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। সিফা মাদাররপাড়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রবিবার ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের সুপার ডাঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, আগের থেকে সামান্য উন্নতি হয়েছে। জিভে আঘাত আছে। ওর বাবাই মেরেছে বলেও জানিয়েছে চিকিৎসকদের। ঘটনার পর থেকে সিফার গ্রামেও চাপা আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সিফার মা মনজুরা বিবি শনিবার রাত থেকে বাড়ি ছেড়েছেন। এখন বাড়িতে আছে সিফার দুই ভাই। তারাও মুখ খুলতে চাইছে না। পেশায় রাজমিস্ত্রি মনসবের ভয়ে গ্রামবাসীরাও মুখ খুলতে চাইছেন না। কারণ মনসবের বিরুদ্ধে ঢোলাহাট থানায় সমাজবিরোধী কাজের অভিযোগ আছে।

বঞ্চনা নিয়ে আসরে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে ক্যানিং থানার নতুন হরিসভা প্রাঙ্গনে ইন্দ্রজাল ভবনে বিজেপি–র ক্যানিং–১ তপশিলি মোর্চা মন্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে এক কর্মসূচির আয়োজন হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি–র রাজ্য তপশিলি মোর্চা মণ্ডলের সভাপতি বিনয় অধিকারি, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নির্মল কর্মকার, জেলার সভাপতি সুব্রত মণ্ডল, ক্যানিং–১ সভাপতি সুকুমার মন্ডল, সহ–সভাপতি মানবেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। মানবেন্দ্র বাবু বলেন, বিগত বাম সরকার ২০০৬ সালে বিধানসভায় ক্যানিং পুরসভা ঘোষণা করে। বর্তমানে মা মাটি মানুষের সরকারও ক্যানিং পুরসভা ঘোষণা করেছে। অথচ এখনও পর্যন্ত ক্যানিং পুরসভা চালু হল না। ক্যানিং–ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি বিগত বাম সরকারের আমল থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

সেখানে সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প নিয়ে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাগর সফরে শিল্পপতিদের নিয়ে এসে অনেক কিছু ঘোষণা করলেন অথচ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ মধু–কে নিয়ে কোন শিল্পের বিষয়ে কিছু বললেন না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে বিজেপি–র তপশিলি মোর্চার পক্ষ থেকে ক্যানিং পুরসভা চালু, সুন্দরবনে মধু শিল্প গড়ে তোলা, ক্যানিং–ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু করা, প্রাথমিক ও হাইস্কুলগুলিতে ছাত্রীদের জন্য শৌচালয় গড়া নিয়ে আন্দোলনের অঙ্গীকার করা হয়। সুন্দরবনে আদিবাসী সাওতালি এসসি ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, ক্যানিং–১ ব্লকে মডেল স্কুল চালু প্রমুখ উন্নয়নমূলক বিষয়ে গণ আন্দোলনে নামা হবে। বিজেপি–র তপশিলি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিনয় অধিকারি বলেন পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সভাপতি, জেলা পরিষদ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি বেড়ে চলেছে। প্রকৃত গরিব মানুষ সরকারি সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি–র তপশিলি মোর্চা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। আগামী ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে।

মণি নদীতে ভুটভুটি উল্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি : মঙ্গলবার সকালে রায়দিঘির মণি নদীতে একটি যাত্রীবাহি ভুটভুটি উল্টে মৃত্যু হল ২ জনের। উদ্ধারের পর জখমদের রায়দিঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের একজন প্রৌঢ়া অন্যজন শিশু। প্রৌঢ়ার পরিচয় জানা যায়নি। মৃত শিশু রেশমিকা গাজি (৪) মথুরাপুরের চিত্রিগঞ্জের বাসিন্দা। রেশমিকার মা জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি মৃত রেশমিকার বাড়ি যান। শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। এই ভুটভুটিটির মাল বহনের অনুমতি ছিল বলে পুলিশের দাবি। বেআইনীভাবে যাত্রী তুলেছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রায়দিঘির ফেরিঘাট থেকে মৈপীঠ যাচ্ছিল ভুটভুটি মা সরস্বতী। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ভুটভুটিটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ঘন্টাখানেক আগে থেকে যাত্রী ও মাল ওঠা শুরু হয়েছিল। তখন সবে জোয়ার আসা শুরু হয়েছে। ভুটভুটিতে যাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জনের মতো। অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় ভুটভুটিটি একদিকে কাৎ হয়ে যায়। ভুটভুটিতে থাকা যাত্রীরা চিৎকার জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ভুটভুটিটি মণি নদীর জলে ডুবে যায়। ভুটভুটির ছাদে থাকা পুরুষ যাত্রীরা নদীতে ঝাঁপ মেরে বাঁচার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুটভুটির কোলে থাকা যাত্রীরা আটকে পড়েন। এই যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু ছিল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে কাজ করা মুটিয়ারা উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবন্ত যাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভুটভুটির মাঝি ও কর্মীরাও উদ্ধার কাজে হাত লাগান। জনা কুড়ি ডুবন্ত যাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধার যাত্রীদের রায়দিঘি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ২ যাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কান্তিবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের নিয়ে নৌকাবিহার করছেন। অথচ এখানে দুর্ঘটনার পর কোন নেতার দেখা মিলল না। মৃতের পরিবারদের সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত দেওয়া হোক। রায়দিঘি ফেরিঘাটের মুটিয়া–মজদুর ইউনিয়নের

মৃত শিশুর পাশে অসহায় মা

সম্পাদক সনাতন দাস বলেন, অতিরিক্ত যাত্রী ওঠায় এই দুর্ঘটনা। একদিকে বেশি যাত্রী চলে যেতেই বিপত্তি ঘটে। স্থানীয়রা উদ্ধারে হাত লাগায়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভুটভুটিটির যাত্রী বহনের কোন অনুমতি ছিল না বলে জানানো হয়েছে। কেবলমাত্র মালবহনের অনুমতি ছিল। কিন্তু এই ভুটভুটিটি মালের পাশাপাশি যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া এক যাত্রী পার্বতী জানা বলেন, এই ভুটভুটিতে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া কোন উপায় নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়।

ছাত্রীকে ছুরিকাঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : শনিবার দুপুরে এক ব্যক্তির ছুরির আঘাতে জখম হয় দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী। এই ঘটনার পুলিশ গ্রেফতার করে সৌরভ দাস নামে এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানার স্টেশন চত্বর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সৌরভ নামখানা চন্দননগর গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রতিবেশী বিএ–এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে এদিন দেখা করতে বলে কাকদ্বীপ স্টেশন চত্বরে। ছাত্রীর সঙ্গে সৌরভের বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে সৌরভ ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাকে ছাত্রীকে। ছাত্রীর চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে সৌরভকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। জনগণ তাকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। জখম ছাত্রীকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রতিবাদে ফলতার বিধায়ক

সোনামনি কুঁতি, ফলতা : এক ঐতিহাসিক মিছিলের সাক্ষী থাকল গোটা ফলতা ব্লক। ফলতা বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল এই মিছিল। এদিন ফলতার জোড়া বটতলা থেকে নতুন রাস্তার মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন অগণিত মানুষ। উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, ব্লক সভাপতি ও জেলাপরিষদের খাদ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর, ব্লকের অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ এবং ব্লক নেতৃত্ববৃন্দ। সমবেত কণ্ঠে ঘোষিত হয় সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নিয়ে যখন তৃণমূল নেত্রী একা লড়াই করছিলেন তখন কোথায় ছিল মোদির সরকার? তাপসি মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হল তখন কেন পাত্তা পাওয়া গেল না বিজেপির?

বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা এনজিও–এর

বৈশালী সাহা

হাওড়া : সম্প্রতি হাওড়া শরৎ সদনে 'দিশারী'–র উদ্যোগে আয়োজিত হয় ৫–৬ই ডিসেম্বরের একটি 'হেলথ ক্যাম্প'। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল—ডায়েটিশিয়ান দ্বারা সুস্থ জীবন নির্মাণ, ফিজিক্যাল থেরাপি, সিটি স্ক্যান, হার্ট রিসার্চ, ইসিজি, ভিএলসিসি–র স্কিন চর্চা, চোখের চিকিৎসা, যক্ষ্মা রোগ, কুষ্ঠ রোগ, রক্ত পরীক্ষা, এডস ইত্যাদির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও এই স্বাস্থ্য মেলা প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে ওষুধেরও ব্যপস্থা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়ার মেয়র রথীন চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র এবং মেয়র পারিষদ বাণি সিংহরায় প্রমুখ বিশিষ্টরা। মঞ্চে বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কিত সচেতনতা তুলে ধরা হয়। মেয়র

রথীন চক্রবর্তী বলেছেন—'এই ধরনের সচেতনতা বোধ দিশারী আমাদের মধ্যে বার্তা দিয়ে গেল। দিশারীর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠান সব অঞ্চলে যত বেশি হবে ততই সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। আগামী দিনে দিশারীর যে কোনও সহযোগিতা আমাদের কাম্য। দিশারীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দিশারীর গত বছর থেকে প্রথম ক্যাম্পটি শুরু হয় এবং এই সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে এ বছরও সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ক্যাম্পটিকে সফল করতে জৈন হাসপাতাল, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা স্বাস্থ্য অধিকারী, ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানি যোগদান করেন। ২০১৩–তে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে ক্যাম্প করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পের পর যা অর্থ বাঁচে তা দিয়ে তারা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দেন এবং বর্ধমান জেলার গাজন গ্রামে এবং মালদার মোর গ্রামে বিনামূল্যে বই, খাতা, পেনসিল ও ছাতা বিতরণ করেন।

২০১৪–এর দিশারীর এই অনুষ্ঠানে দু হাজারের ওপর চিকিৎসায় আগ্রহ ব্যক্তিদের উপস্থিতি মিলেছে এবং এই ক্যাম্পের আধিক্য অর্থ দিয়ে দার্জিলিংয়ের বন্ধ চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা হয়।

এই এনজিও দিশারীর সম্পাদক দীপক বোস বলেছেন—''সেইসব দারিদ্র মানুষদের জন্য এই ক্যাম্পের আয়োজন করা এবং তাদেরকে সুস্থ সবল রাখাই দিশারীর উদ্দেশ্য। দিশারী প্রতিটি মানুষের পথের দিশা হতে চায়।

যক্ষ্মারোগ নিরাময়ে নতুন উদ্যোগ

শ্রেষ্ঠা কুন্ডু, হাওড়া : পৃথিবীর ছোঁয়াচে রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান যক্ষ্মারোগ বা টিবি রোগ। মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামক জীবাণু ঘটিত টিবি রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে টিউবারকিউলোসিস এর ভারপ্রাপ্ত ডাঃ সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ শান্তনু হালদারের তত্ত্বাবধানে এই প্রথমবার হাওড়া পুরসভার সাহায্যে শরৎসদনে আয়োজিত হল গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে যক্ষ্মা রোগ সচেতনতা।

বিভাগীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও স্বাস্থ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি ডাঃ নির্মল মাজি, রাজ্য যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ শান্তনু হালদার, রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী, স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্র চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যদপ্তর রাষ্ট্রমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে অন্যান্যরা বক্তব্য পেশ করেন। জেলা সভাধিপতি ডাঃ নির্মল মাজির তাঁর বক্তব্যে এই রাজ রোগ বা যক্ষ্মারোগ যাতে সুভাষ চন্দ্র বসু আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই রোগের চিকিৎসা ডটস পদ্ধতি সম্বন্ধে জানান।

- ২ সপ্তাহের বেশি দিন কাশি হলে কফ পরীক্ষা
- ৬/৯ মাস ডটস চিকিৎসা
- চিকিৎসা চলাকালীন কফ পরীক্ষা
- সরকারি অনুমোদিত পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ডটস চিকিৎসা

স্বাস্থ্যদপ্তর রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন ''হু–র হিসেবানুযায়ী ৯০ ভাগ আক্রান্ত বাংলাদেশ, চিন, ভারত, ফিলিপিন্স–এর মানুষ। তিনি আরও বলেন, ডটস (ডায়রেক্টলি অবজারবেশন ট্রিটমেন্ট) অর্থাৎ সরাসরিভাবে চিকিৎসার মাধ্যমে যক্ষ্মারোগীকে সুস্থ করার অভিযান তাঁদের মত বিধায়ক মন্ত্রীর থেকে বেশি সাধারণ মানুষ পারে সমাজে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে গিয়ে প্রত্যেককে সমানভাবে চিকিৎসাজনিত সুবিধা, অসুবিধা বুঝিয়ে মাঝপথে চিকিৎসা না ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব।

গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শনিবার সকালে হাসপাতালে ঢুকে হাসপাতালের গার্ডকে মারধরের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে ৪ জনকে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তীর নারায়ণতলা উত্তর মাকামতলা গ্রামের বাসিন্দা বিভাস সরদার জ্বর অবস্থায় গত ৫ ডিসেম্বর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন সকালে রোগীর আত্মীয় বিকাশ সরদার, বিলাস সরদার, অভিজিৎ সরদার, প্রভাকর মন্ডল হাসপাতালে ঢুকে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে না বলে রোগীকে ইনজেকশন দিতে যায়। পাশের রোগী বিষয়টি দেখতে পেয়ে নার্সকে ডেকে আনে। খবর পেয়ে আসেন কর্মরত ডাঃ নির্মলা বিশ্বাস এবং হাসপাতালের গার্ড তথাগত মণ্ডল, সুরজিৎ নস্কর। রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে বেঁধে যায় স্বাস্থ্যকর্মীদের বচসা। গার্ডদের মারধর এবং মহিলা ডাক্তারকে হেনস্থা করে এই বহিরাগতরা।

তাড়াহুড়োয় ক্ষতি সুন্দরবনের : সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ক্যানিং : তাড়াহুড়ো করে উন্নয়ন করলে ক্ষতি হতে পারে সুন্দরবনের। সুন্দরবনের উন্নয়ন করতে হবে বৈজ্ঞানিকভাবে। বৃহস্পতিবার পাথপ্রতিমা ব্লক মাঠে সুন্দরবন দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। এদিন সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে পৃথকভাবে সুন্দরবন দিবস পালন করা হয়। কাকদ্বীপে উপস্থিত চিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। সুব্রত বাবু বলেন, 'রাজ্যের অন্য অংশের মত তাড়াহুড়ো করে উন্নয়ন করা যাবেনা সুন্দরবনে। এখানকার উন্নয়ন করতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাড়াহুড়ো করলে উল্টো ফল হতে পারে। কারণ সুন্দরবনের যে অমূল্য ম্যানগ্রোভ আছে তা আফ্রিকার আমাজন ছাড়া কোতাও নেই। গত তিন বছরে মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে সুন্দরবন এসেছেন। পর্যটন–সহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে কিছু হবে না। আমাদের সরকার সুন্দরবনবাসীদের স্বচ্ছল ও আধুনিক জীবন যাপনের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। রাস্তা, পানীয় জলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের নদীবাঁধের আদলে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের কথা জানিয়ে সুব্রত বলেন, 'আমি বাংলাদেশে গিয়ে কংক্রিটের বাঁধ দেখে এসেছি। সুন্দরবনকে বাঁচাতে একই রকম বাঁধ নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি সুন্দরবনকে রক্ষা করা শুধু রাজনৈতিক দল বা সরকারের কাজ নয়। সবপক্ষকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপলব্ধি করতে হবে সুন্দরবনকে। পরিবেশবান্ধব পর্যটন, শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়ন করতে হবে। এদিন মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পে পাট্টা তুলে দেন সুব্রত মুখার্জী। কাকদ্বীপ বাসস্ট্যান্ডের অনুষ্ঠানে মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করতে না পারলে সুন্দরবনকে রক্ষা করা যাবেনা। মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় নতুন করে সেজে উঠেছে সুন্দরবন। বিশেষকরে পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ স্থান পেতে চলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সমীর জানা, যোগরঞ্জন হালদার, মহকুমাশাসক অমিত নাথ, সহসভাপতি রেজ্জাক শেখ, প্রকল্প অধিকর্তা অনুপ রায় প্রমুখ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দক্ষিন ২৪ পরগনার ক্যানিং ১ ব্লকের বন্ধুমহল প্রাঙ্গনে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আয়োজনে ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত কমিটির পরিচালনায় যথাযথভাবে উদ্‌যাপন হয় সুন্দরবন দিবস। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস। বি ডি ও বুদ্ধদেব দাস প্রমুখ।

এদিন সকালে বিভিন্ন স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অভিভাবকরা প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, আলোচনা সভা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ক্যুইজ, বসে আঁকো, তৎক্ষণিক বক্তব্য প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সুন্দরবন সফর

কুনাল মালিক

গত ৮ ডিসেম্বর সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন সফরে বের হন। সরকারি এই সফরে কুলতলি, ঝড়খালি, সজনেখালি, দয়াপুর হয়ে নদীপথে ১০ ডিসেম্বর কলকাতার মিলেনিয়াম পার্কে ফিরে আসেন। তাঁর এই সফরে সঙ্গী ছিলেন শিল্পপতি, সাংবাদিক, শিল্পী, সরকারি উচ্চপদস্থ আমলারা। মুখ্যমন্ত্রী কুলতলিতে বলেন বাংলার মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ। এখানে জাত পাত দিয়ে বিচার হয় না। কুলতলির জনসভার পর মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে আসেন ঝড়খালিতে। এখানে তিনি জমির পাট্টা, সাইকেল এবং দুর্ঘটনায় মৃত পরিবারের স্বজনদের হাতে সাহায্য তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেন, সুন্দরবনকে সব দিক দিয়ে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ১০০ একর জমিতে ঝড়খালিতে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র হবে। তার নাম দেন 'ঝড়'। সুন্দরবনে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে

হেলিকপ্টর পরিষেবা শীঘ্র শুরু হবে। তার জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্যে মুক্ত চিড়িয়াখানা হবে। ইতিমধ্যেই তার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মৎস্যচাষিরা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন সুন্দরবনে কেউ নজর দেয়নি। নতুন করে সুন্দরবনকে সাজানো হচ্ছে। স্থানীয় মানুষরা যাতে এখানেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তার জন্য শিল্পপতিদের এখানে বিভিন্ন রকম শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা শিল্পপতিরা অনেকেই আগ্রহ দেখান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজের জন্য কেউ বাইরে যাবে না। এখানেই আপনাদের কর্মসংস্থান হবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ঝড়খালিতে 'ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র' 'ব্যাঘ্র সুন্দরী'র উদ্বোধন করেন। সেখানে দুটি অসুস্থ বাঘকে দেখতে যান। তিনি বাঘ দুটির নাম দেন 'মোহন' ও 'মোহিনী'। এরপর মুখ্যমন্ত্রী স্টিমারে করে সজনেখালি যান। সজনেখালিতে থেকে পরের দিন শিল্পপতিদের নিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখান। বালি এলাকার একদল শিল্পী মুখ্যমন্ত্রীকে বনবিবির পালা শুনিয়ে যান। সঞ্জয় বুধিয়া, হর্ষ নেওটিয়া, পার্থ ঘোষ প্রমুখ শিল্পপতিরা সুন্দরবনে শিল্পের আহ্বান দেন। রাত্রি যাপন করে পরের দিন নদীপথে কলকাতায় ফিরে আসেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪

ঘাস–বাঁশ এবং রাজনীতি

এ দেশের রাজনীতিতে নীতিহীনতা, আদর্শচ্যুতি নতুন নয়। রাজনীতিকদের নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার ঘটনাও কম নয়। কিন্তু সম্প্রতি শাসক–বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কুরুচিকর বক্তব্য, অভিব্যক্তি গণমাধ্যমের দৌলতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে অতিদ্রুত। এর দলগত, সামাজিক এবং দেশের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রেও লজ্জাজনক হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলির লড়াকু নেতানেত্রীরা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের গণ্ডি অতিক্রম করলে সেই দলের কর্মীরাও বাজে কথা বলার বদ অভ্যাস রপ্ত করে সামাজিক দূষণ ছড়ায়। সম্প্রতি বিজেপির এক সাংসদ একটি নির্বাচনী প্রচারে 'হারামজাদা' শব্দ প্রয়োগ করেন। লোকসভার অন্দরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে ব্যপক শোরগোল তোলে। প্রধানমন্ত্রী মোদি দ্রুত পরিস্থিতি সামলাতে বাস্তব পদক্ষেপ নেন। ওই মহিলা সাংসদ লোকসভায় প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন যে তিনি মুখ দিয়ে যা বলেছেন তার জন্য হৃদয় থেকে ক্ষমা চাইছেন। মায়াবতী, সোনিয়া, সীতারাম ইয়েচুরি, মমতার দল সবাই ওই অশিষ্ট কুবাক্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে সোচ্চারে এমন কী এর জন্য সাংসদের সদস্যপদ খারিজ, ফৌজদারি আইন প্রয়োগের কথাও বলেছেন কেউ কেউ।

এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা যদি তাঁদের দলের সদস্যদের ভাষা প্রয়োগে শিষ্টাচারের সহবত শেখাতেন তা হলে সংসদ অচল করার তাৎপর্য থাকত। অতীতে কংগ্রেস সাংসদ বেনুপ্রসাদ ভার্মা একদা অটলবিহারি বাজপেয়ীকে 'নীচ' বলার অপরাধে মনমোহনের নির্দেশে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করায় কংগ্রেস তাকে বরখাস্ত করেছিল। কিন্তু এমন নজির বিশেষ নেই। বাক্‌যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন অনেক রাজনীতিক এবং ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটা সংবিধান স্বীকৃত বটে। কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরির দলের বহুনেতা সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়কে যে ভাষা ও ভাবভঙ্গী করেছেন তা নজিরবিহীন। মায়াবতী উচ্চবর্ণের লোকেদের 'জুতো মারা'র আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অনিল বসু, বিনয় কোঙারদের আচরণ বামফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে খাটো করেছে। সেদিনের বিরোধীরা আজ শাসকদল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়,আরাবুল, অনুব্রত, তাপস পালদের অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, মা–মাটি–মানুষের ভাবমূর্তিকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। দলের নেত্রীর প্রকল্প প্রকারে 'দুষ্টু' ছেলেরা দুষ্টুমি বাড়িয়েছে নানা 'ছোট্ট ঘটনা'র মাধ্যমে। দলনেত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'বাঁশ দেওয়া'র মত কঠিন কঠোর ভাষা সম্প্রতি জনমানসে এবং গণমাধ্যমের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যামতে তৃণ অর্থাৎ ঘাস এবং বাঁশ একই পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। যদিও বাংলার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিতে দুটির তাৎপর্য ও অনুসঙ্গ আলাদা। রবীন্দ্র–নজরুলের বাংলায় রাজনৈতিক কৌতুক থাক যা দাদামশাই এর আমল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু 'সরল' ভাষা যেন কখনই 'তরল' হয়ে না যায়।

অমৃত কথা

৩৭৯ সমুদ্রের যেমন জল স্থির ও তরঙ্গময়। ব্রহ্ম ও মায়া সেইরকম।

৩৮০ ব্রহ্ম ও শক্তি কেমন? যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি।

৩৮১ সাপ যেমন সাপের খোলোস থেকে আলাদা, তেমনি আত্মা শরীর থেকে আলাদা।

৩৮২ কাঁচে পারা মাখানো থাকলে যেমন মুখ দেখা যায়, শুক্র ধারণ করলে তেমনি ব্রহ্ম দেখা যায়।

৩৮৩ ভগবান দু'বার হাসেন। ভাই ভাই যখন দড়ি ফেলে ভাগ করে বলে এ জমি আমার, ও জমি আমার আর রুগী যখন মরে ডাক্তার বলে আমি বাঁচাবো।

৩৮৪ সাপযখন নিজে খায়, তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায়, তখন বিষ লাগে, তেমনি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না, অন্যকে মায়া মুগ্ধ করে।

৩৮৫ বেড়াল নিজের বাচ্চাদের দাঁত দিয়ে ধরে বটে, কিন্তু তাতে তাদের লাগে না, আবার যকন ইঁদুর ধরে তখন সে মরে যায়, মায়া সেইরকম ভক্তকে নষ্ট করে না, অন্যকে নষ্ট করে।

৩৮৬ দড়ি পুড়ে গেলে আকার থাকে বটে, কিন্তু তাতে বাঁধা চলে না, অহঙ্কারও সেইরকম।

৩৮৭ ঘা শুকিয়ে গেলে আপনা থেকে ছাল উঠে যায়। টেনে ছিঁড়লেই রক্ত পড়ে। জ্ঞান–চৈতন্য হলে সেইরকম জাত থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর জাতি ভেদ নষ্ট করা দোষ।

৩৮৮ মন কেমন? না যেমন চুল। চুল টানলে সোজা হয়, ছেড়ে দিলেই কুঁকড়ে যায়। মনও সেইরকম জোর কোরে টেনে রাখলে ঠিক থাকে, ছেড়ে দিলেই গোল করে।

৩৮৯ যতক্ষণ জ্বাল দেওয়া যায় ততক্ষণই দুধ উথলে ওঠে। জ্বাল টেনে নিলেই যেমন তেমনি। সাধনা অবস্থাও ওই রকম।

৩৯০ কাঁচা মাটিতে গড়ন চলে, পোড়া মাটিতে চলে না। (অর্থাৎ যার হৃদয় বিষয় বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে তাতে আর অন্য ভাব ধরে না।

ফেসবুক বার্তা

এক টুকরো হাসির জন্য প্রায়শই মানুষকে ছুটতে দেখা যায় লাফিং ক্লাবে। বস্তুত স্বতস্ফূর্ত হাসি ব্যাপারটা বাঙালির মুখ থেকে একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে। এই ফেসবুক চিত্রে হাসির দুনিয়ার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থই যেন বোঝানো হচ্ছে।

ভ্রষ্টাচারে বিপন্ন গণতন্ত্র বিধ্বস্ত ভারত

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে এই নিবন্ধর ইতি টেনেছিলাম ভারতে শাসন বিভাগ–আইন বিভাগ–বিচার বিভাগ ক্রমশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তার পরিণতি ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, বিধ্বস্ত বিপন্ন। দেশের মন্ত্রী আমলা, পুলিশ

থেকে আর্দালি বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এমনকি সাধারণ জনজীবনে দুর্নীতি উইপোকার ঢিবি তৈরি করেছে। ২০১৪ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশান্যাল তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে সারা বিশ্বে ১৭৭টি দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে ভারতের অবস্থান ৭৪। ২০১৩ সালে ভারত ছিল ৯৪তম দুর্নীতি প্রবণ রাষ্ট্র। দেশের শিল্পপতি ব্যবসায়ী পেশাজীবী আমলা রাজনীতিবিদদের কাছে কালো টাকার পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। ভারতে বর্তমানে বিদেশি ঋণের পরিমান ২০ বিলিয়ান ডলার। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ঋণের ১৩ গুণ বেশি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানিয়েছেন, জনস্বার্থে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৬২২ জনের নাম সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট চার্জশিট দিলে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনা হবে।

স্বাধীনতার ছয় দশকে, জওহরলাল নেহেরু থেকে মনমোহন সিংহের (ব্যতিক্রম লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সময়) প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে দেশের মন্ত্রী আমলারা একের পর এক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন কিন্তু তদন্ত কমিশন, বিচার বিভাগের শ্লথতায় তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়নি। উল্টে তারা নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হয়েছে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী রাজনীতিতে এমন কোন জাতীয় বা আঞ্চলিক দল নেই, যারা দুর্নীতি, আর্থিক কেলেংকারির সাথে যুক্ত নেই। ভারতের ৩১টি অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগ বিভিন্ন সময়ে দুর্নীর্তির বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

ভারতেরগণতান্ত্রিকপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দুর্নীতি গ্রস্ত কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবুক মারার গল্প শুনিয়েছিলেন। তিনিই কিন্তু দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে তৎকালীন ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনার কৃষ্ণ মেনন প্রোটোকল ভেঙে বিদেশি কোম্পানীকে ৮০ লক্ষ টাকার ৬০৩টি জিপ কেনার বরাত দিয়ে। অনন্ত শায়নম আঙ্গেগারের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু অপরাধের কোনও শাস্তি হয় নি উল্টে নেহেরু পরবর্তী কালে কৃষ্ণ মেননকে দফতর বিহীন মন্ত্রী করেছিলেন। নেহেরুর সময় সাইকেল রপ্তানি বদ্রিদাস মুন্দ্রার জাল শেয়ার বিক্রি সহ ৫টি মারাত্মক অর্থনৈতিক কেলেংকারীর অভিযোগ ওঠে। জাল শেয়ার কেলেংকারীর অভিযোগ তুলেছিলেন নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী। এই অভিযোগের সাথে নেহেরুর অর্থমন্ত্রী টিটি কৃষ্ণমাচারি যুক্ত ছিলে বলে অভিযোগ ওঠে। কৃষ্ণমাচারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফিরোজ গান্ধি কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হয়ে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে নেহেরুর সাথে বিরোধ বাঁধে। ইন্দিরা ফিরোজ গান্ধীর সম্পর্কের ভাঙন হয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের দুর্নীতি নিয়ে লোকসভার চাপে সরকার শান্তারমন কমিটি নিয়োগ করেছিল। কমিটি তার রিপোর্টে উল্লেখ করে যে গত ১৬ বছর (১৯৪৮–১৯৬৪) ধরে জওহরলাল নেহেরুর কিছু মন্ত্রী নিজেদের সততা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা অর্থনৈতিক ভাবে ধনী ব্যক্তিতে পরিরত হয়েছে এমনকি নিজেদের পুত্র সন্তানদের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে এই দুর্নীতি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নাম করে সরাব নাগরওয়াল ৬ কোটি টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখা থেকে তুলে নেয়। অবশ্য সেই টাকার সিংহভাগ আদায় করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে মারুতি দুর্নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নাম সরাসরি যুক্ত হয়। অভিযোগ ওঠে ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুত্র সঞ্জয় গান্ধি মারুতি সংস্থার প্যাসেঞ্জার গাড়ির জন্য লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

জনতা সরকারের আমলে মন্ত্রী আমলাদের দুর্নীতি তেমন ভাবে প্রকাশ্যে না এলেও অভিযোগ ওঠে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই–এর পুত্র কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ক্ষমতা অপব্যবহার করে। তাঁর অনুগত ব্যবসায়ীদের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার। এমনকি জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল যে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় এক আশ্রমে ব্যবসায়ীরা লক্ষ টাকার থলি পৌঁছে দিয়ে জনতা সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করত। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলে তৎকালিন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী পিসি শেঠী এবং পি উন্নিকৃষণ ইতালির একটি বেসরকারি সংস্থাকে প্রকল্প অনুমোদন করা নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর ১৯৮৫–র নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হবার পর রাজীব ঘোষণা করেছিলেন দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি অচিরেই বুঝতে পারেন। তিনি তাঁর সহযোগী মন্ত্রী আমলা রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির চক্রব্যুহে

আটকে গিয়েছেন। সুইডেন থেকে বোফর্স কামান এবং জার্মানির সাবমেরিন নির্মাণ সংস্থা এইচ ডি ডবলু–র কাছ থেকে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ ওঠে। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আরো জলঘোলা হয় ১৯৯১ সালে ১৯ নভেম্বর। সুইসজারল্যান্ডের বহুল প্রচারিত পত্রিকা সুইজার ইলাসট্রিট অভিযোগ করে যে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সুইস ব্যাঙ্কে ২.২ বিলিয়ান মার্কিন ডলার সঞ্চিত রয়েছে। যার উত্তরাধিকারিনী হলেন সোনিয়া গান্ধী। এই গচ্ছিত অর্থ দিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। ১৯৮৯–র নির্বাচনে বোফর্স কেলেংকারীকে তুলে ধরে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ নির্বাচনে জয়ী হন এবং বিজেপি সমর্থিত বাম গণতান্ত্রিক জোটের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একবছর শাসন করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই মামলার টালবাহানা চলার পর ইউ পি এ সরকারের আমলে এস মামলার একপ্রকার অমীমাংসিত নিষ্পত্তি ঘটে সিবিআইয়ের গাফিলতিতে। অথচ সুই ব্যাঙ্কে ২.২ বিলিয়ান ডলার বেড়ে ৮৪.০০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে অভিযোগ উঠে এসেছে।

১৯৯১ সালে পি.ভি নরসিমা রাও প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে দেশে যে উদার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়, তার ফলে আশা করা হয়েছিল দুর্নীতির দূষণ রোধ করা যাবে। অন্তত নরসিমা রাও মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ উদারীকরণ অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করে এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো হল, ১৯৯১–৯৬ এই সময় ভারতে কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি অভিযোগ ওঠে এবং চার্জশিট দেওয়া হয়। ৬৪ কোটি টাকার জৈন হাওলা মামলা (১৯৯১) ১০,০০০ কোটি টাকার শেয়ার কেলেংকারী। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সহ একাধিক সরকারি বেসরকারী ব্যাঙ্ক থেকে বেআইনি ভাবে টাকা তুলে শেয়ার বাজারে দাম চড়িয়েছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের ৯৫০ কোটি টাকার ভূষি কেলেংকারি (১৯৯২–৯৪)। ২০১৩ সালে সিবিআই–এর চার্জশিটে লালুর জেল হয়। বর্তমানে ইহা হাইকোর্টে বিচারাধীন থানায় লালু প্রসাদ বিধায়ক সংসদ হিসাবে নির্বাচিত না হলেও বিহারের রাজনীতিতে মাতব্বরি করে চলেছেন।

১৯৪৮–১৯৯৬ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের সুদীর্ঘ শাসন গণতন্ত্রের নামে দেশকে উপহার দিয়েছে দুর্নীতি আর আর্থিক কেলেংকারি। শুধু মাত্র কেন্দ্রে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তী সময় তার আলোচনা করা হবে। ১৯৯৮ সাল থেকে যে জোট সরকার গড়ে উঠতে শুরু করল, জাতীয় দল আঞ্চলিক দলে মিলে দুর্নীতির আরো মারাত্মক চেহারা নিয়েছে।

বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়

রাজনীতির বিবর্তন এবং গিনিপিগ তরুণ প্রজন্ম

দুর্গাপুজোর সময়ে আজকাল আমাদের নজর থাকে কে কোন পুরস্কার জিতল তার দিকে। ধরুন জানা গেল যে অমুক পাড়া বা অমুক অঞ্চলের তমুক পুজো এক–দুটো বড়সড় পুরস্কার হাসিল করেছে। ব্যাস। আর যায় কোথায়। কাতারে কাতারে পাবলিক ভিড় করতে শুরু করে সেইসব এলাকায়। তা শহরের উত্তর হোক, দক্ষিণ কিংবা পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে। জনজোয়ার কোনও কিছুকেই বাদ দেয়না। তা বলে কি আগেকার দিনে যখন এত পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল না তখন কী প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড় হত না? নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এখনকার বাণিজ্যিক ভিড়ের সমাগম তখন পাওয়া যেত না।

রাজনীতির কূটচালিতা নিয়ে আলোচনা ছেড়ে হঠাৎ করে এই ভরা শীতের আমেজে দুর্গা পুজোর গল্প একদমই ভালো লাগছে না তো। না লাগারই কথা। এখন সেই সময়টা দিয়ে আমরা দিন অতিবাহন করছি তখন কিন্তু পাড়ায় পাড়ায়, চায়ের দোকান কিংবা রকবাজদের গুঞ্জনে অনেক বেশি জায়গা করে নিচ্ছে রাজনীতির হালহকিকৎ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল এখনকার নবীন প্রজন্ম তাদের কাজকর্মের বাইরে রাজনীতিকে হয়তো আমলই দেন না। অন্তত এ রাজ্যের ভিত্তিতে তো বটেই। আসলে প্রায় তিন–তিনটে দশক এ রাজ্যের তৎকালীন নবীন প্রজন্ম রাজনীতি নিয়ে অনেক কপচেও একরাশ শূন্যতা ছাড়া কিছু নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেনি।

সাম্যবাদী রাজনীতি বাঙালিকে প্রথমদিকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। আসলে এক ধরণের রোমান্টিসিজম ছিল এই বাম রাজনীতিতে যা বাঙালিকে আকৃষ্ট করেছিল অতি দ্রুত। তার মধ্যে আবার মেধাবি বাঙালির একটা বড় অংশ মেতে উঠেছিল অতি–বাম রাজনীতিতে। পরবর্তীকালে বয়সের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে সেইসব তৎকালীন বিপ্লবীদের অনেককেই দেখেছি এখন প্রচণ্ড আপশোস করেন সেই দিনের ভুল পথ বেছে নেওয়ার জন্য। মতবাদ ঠিক না ভুল, তা নিয়ে হয়তো অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে পারে। একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিস্কার যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বরবাদ হয়ে গিয়েছে এর জন্য। মানে আন্দোলন নামক এই হিংসার রাজনীতির জন্য এই যুগ কুখ্যাত হয়ে আছে। আন্দোলনের রথ থামাতে আবার সেইসময়কার পুলিশ–প্রশাসন–সরকার অত্যন্ত খারাপ ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যদিও সরকার পক্ষ তাদের বক্তব্যে এই কথাই তুলে ধরেছিল এই ধরণের হিংস রাজনীতিতে দমন করবার আর অন্য কোনও পথ নেই। সরকার এবং বিরোধীদের বাকযুদ্ধে না জড়িয়েও এই ধরণের আন্দোলনকে কখনই সমর্থন করা যায়না।

পরবর্তীকালে রাজ্যে বাম শাসন কায়েম হওয়ার পরেও তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ এই রাজনীতির অলিন্দে বেশ ভালোমতোই সম্পৃক্ত হয়েছে। যা উত্তরাধিকারসূত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কুড়িয়ে চলেছেন। নিট ফল জিরোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাম রাজনীতির দীর্ঘকালে যে তরুণ সমাজ এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ছিলেন তাদের একটা অংশ আবার কিছু করে নেওয়ার তালেই এতে সামিল হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে বাম আদর্শকে এদের মধ্যে কেউ পছন্দ করে আসেনি। বরং এই তরুণতর অংশের একটা ভাগ বামপন্থী চেতনায় রীতিমতো আসক্ত ছিলেন। তাও সেইসব আদর্শের কথা চাপা পড়ে গিয়েছে ধান্দাবাজ কমরেডদের আড়ালে। অনেক পার্টি অফিসে সেই সময় দেখেছি (এমনকি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বা যুব–ছাত্র গণ সংগঠনের অফিসেও) পাড়ার প্রোমোটারের কাছে ইঁট–বালি সাপ্লাই দেওয়ার পরে তার হিসেবে নিয়ে বসা কিছু ব্যবসায়ী–নেতাকে। আগেই উল্লেখ করেছি সিপিএম বা বাম জমানার সেইসব বদরক্ত এখন শিরা–ধমনিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের। কিছু ক্ষেত্রে আবার পূর্বসূরীকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই নবকলেবরে বেড়ে ওঠা তৃণমূলী–কমরেডরা। এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অনেক বছর আগে সেই সময়ের এক দাপুটে বাম নেত্রী তথা সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায়ের একটা উক্তির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে এই লেখা তৈরির সময়ে। সিপিআইয়ের এই অবিসংবাদী নেত্রী মমতাকে বলেন, 'তোর জায়গা আমাদের দলে হওয়া উচিত ছিল।' গীতা মুখোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ যে কত দূরদর্শী ছিলেন তা এখন বোঝা যায়। বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাম রাজনীতির কার্বন কপি তা এখন বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে। অন্তত যাবতীয় ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বামেদের টেক্কা দেওয়ায় তৃণমূল সুপ্রিমো হয়ে উঠেছেন এক নম্বর। এটা আমাদের মতামত নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

সাম্প্রতিক আলোচনাতে উঠে আসছে এইসব প্রসঙ্গ।

রাজনীতি বিরূপ নবীন প্রজন্ম বনাম রাজনীতি তরুণ প্রজন্ম নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা এই লেখনীর উদ্দেশ্য নয়। বরং বলা চলে রাজনীতির বর্তমান হাওয়ার সঙ্গে কিভাবে গা ভাসাচ্ছে এখনকার সমাজ। এই মুহূর্তে অবশ্য দেশের রাজনীতির মোদি আবহে এই রাজ্য কিভাবে সাড়া দিচ্ছে সেদিকে নজর থাকছে রাজনীতি অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেকেরই। এই সময়কালে রাজ্যের রাজনৈতিক পটচিত্রটা পুরো পালটে গিয়েছে। বলা যেতে পারে পুরোপুরি মেরুকরণ ঘটেছে রাজ্য রাজনীতির। রাজ্যের ডানপন্থী–বামপন্থী রাজনীতির সতীনের ঘরে ভালো মতো ঠাঁই করে নিয়েছে বিজেপির রাম রাজনীতিও। কালে কালে এ রাজ্যের বহু নামি–দামি বুদ্ধিজীবীও মিশে গিয়েছেন এই রাজনীতির স্রোতে। অনেকে মানে সমালোচকরা তো আবার অতি বাম নকশালদের সঙ্গে এক গোত্রে তুলে ধরছে বিজেপিকে। এই বন্ধনীতে ফেললে ভারতীয় জনতা পার্টি অভিহিত হচ্ছে অতি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল হিসেবে।

যাক অতি বাম বা অতি ডান নিয়ে তালগোল পাকানোর জন্য অবশ্যই লেখা নয়। বরং আগামী বছর যে পুর ভোট রাজ্যের প্রায় ৮০ টি পুরসভায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার দিকে নজর দিলে বলা চলে এই নয়া রাজনীতি এ রাজ্যে কতটা ডানা পালা মেলছে তার অ্যাসিড টেস্ট হবে এই নির্বাচনেই। এর মধ্যে আবার কলকাতা পুরসভার ভোটকে তুলে ধরা হচ্ছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগের সেমিফাইনালের মঞ্চ হিসেবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের হাবেভাবে বোঝাচ্ছেন ফাইনালের আগে সেমিফাইনালের মহড়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে তারা। বিজেপি নেতারা এই যুদ্ধ জয় নিয়ে ভারী আশাবাদী। মানে তাদের কথাবার্তা, চালচলনে বারংবার এই মনোভাব প্রকটিত হচ্ছে। এমনকি দিল্লিতে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও পর্যন্ত এ রাজ্যে পদ্মের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক আস্ফালন করছে। তবে একটা দিক থেকে বলা যেতে পারে বিজেপি নেতারা যা বলছেন বা ভাবছেন তা বাস্তবের জমিতে পা দিয়েই। কারণ আমাদের ভালোমতো মনে রয়েছে এ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী নেত্রী হিসেবে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার দিন গুণছে তখন তিনি বামেদের সরাবার জন্য প্রতিজ্ঞাই করে বসেছিলেন, 'হয় এবার নয় নেভার'। না দিদিমণির স্বপ্ন সেই ২০০১ সালে একেবারেই সফল হয়নি। বরং ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল মমতাদেবীর এই দিবাস্বপ্ন। এখনকার প্রজন্ম কিন্তু দারুণ সংবেদনশীল এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী। কোনও বেচাল তারা পছন্দ করবেন না, এটাও ভাবা দরকার রাজ্যের শীর্ষ মহলের।

পাঠকের কলম

গঙ্গা দূষণ মুক্ত হোক

দক্ষিণ কলকাতায় আছে মা কালীর মন্দির। যাহা কালীঘাটের মন্দির বলে পরিচিত। এই মন্দিরের সামনে আছে আদি গঙ্গা এবং মায়ের সদর ঘাট, ওই ঘাটে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ স্নান করে তিন চুমুক জল পান করে মায়ের পুজা দেন। কিন্তু ওই জলে কি আছে কেউ তা জানে না, বা ভাবে না। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে তা করেও যাচ্ছে। এই আদি গঙ্গায় ভাদ্র আশ্বিন মাসে বান আসে প্রতিদিন জোয়ার ভাটা হয়। পূর্বে এই আদি গঙ্গা দিয়ে পণ্য পরিবহন হতো। পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রাক্তন রাজ্য মহাশয় এই গঙ্গা দিয়ে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বর্তমানে তা অতীত। এখনো জোয়ারের সময় কিছু কিছু পণ্য পরিবহন হয় (নৌকা করে)। তখন ছিল টলটলে জল ? মানুষরা মাছ ধরতো। এই আদি গঙ্গার দুই পাড়ে অনেক ঘরে তখন মাছ ধরার জাল দেখা যেতো। এই গঙ্গার দুই পাড়ে আছে বেশ কিছু ঘাট, মায়ের সদর ঘাট, নকুল দত্তদের ঘাট আর কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট ছাড়া প্রায় সব ঘাট দখল হয়ে গেছে অথবা বন্ধ হয়ে গেছে এই আদি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে চেতলার লক্‌ গেট দিয়ে একটি খাল। যা এই অঞ্চলের ডক বলে পরিচিত, শোনা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে মাঝের হাট আর তারাতলার শিল্প অঞ্চলের শিল্পের জন্য জল নিয়ে যাওয়া হতো এই খাল দিয়ে, জোয়ারের সময় জল ঢুকিয়ে বা বানের সময় অতিরিক্ত জল ঢুকিয়ে আদি গেট বন্ধ করে দেওয়া হতো। এর ফলে বানের সময় আদি গঙ্গার দুই পাড় জল উপছে উঠে রাস্তা ভরে যেতো না, আগে দেখা যেতো কোলকাতার পোর্ট ট্রাস্ট থেকে ক্রেন দিয়ে লক গেট থেকে পলি তুলে পাশে ফেলা হতো এবং তা পরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হতো। এই লক্‌ গেট পরে যোগ এলে তা নিমিষেই তলিয়ে যেতো।

এখন এই লক্‌ গেটে নেমে বাচ্চারা মার্বেল কুড়ায়, ১৯৭৪/১৯৭৫সাল নাগাদ একজন ভবঘুরে পাগল মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ১৯৮০/১৯৮১ সালে এই বসবাস ব্যাপক হারে হতে থাকে, মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে মানুষ জন এসে এই অঞ্চলে বাস করছেন। প্রায় হাজার দশেক মানুষ ছোট ছোট ঝুপড়ি, কেউ কেউ দোতলা পাকা ঘর করে বসবাস করছে। এই বিরাট অংশে মানুষ মল, মূত্র, কফ, থুতু খাবারের উচ্ছিষ্ট সব ফেলা হচ্ছে এস লক গেটে আর তা মিশছে আদি গঙ্গায় মাত্র হাজার বারোশ মিটার দূরে মা কালীর সদর ঘাটে প্রতিদিন। পূর্ণিমার পুনার্থীরা স্নান করে ওই জল (বিষ) পান করছে।

শ্রাবণ মাসে হাজার হাজার লিটার জল (বিষ) বাঁখে করে নিয়ে গিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে বাবা ভোলানাথের মাথায় ঢালছেন এবং তা চরণামৃত হিসাবে পানও করছেন। চৈত্র মাসে ওই একই রকম হাজার হাজার লিটার জল (বিষ) বাবা বড়কাচারীর মাথায় ঢালছেন। ওই বিষ গিয়ে পড়ছে আশে পাশের পুকুরে। যে কোন দিন যে কোন সময় এই অঞ্চলে আসলে দেখা যাবে এই লক্‌ গেট খালে প্রতিদিনের মল মূত্র পরে একটা ছোট খাটো পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। যার উপরের অংশটা হলুদ রং (মল) হয়ে রয়েছে। একটা কাঁচের গ্লাসে এই জল ধরে রাখলে ঘন্টা খানেক পরে দেখা যাবে গ্লাসের নিচের দিকে মোটা কিছু জমে রয়েছে তাহা পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে ওইটা আর কিছু নয় মানুষের মল, মূত্র আর খাবারের উদ্দিষ্ট। এই অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী আদালতের কোন আদেশ মানা হয় না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি মহাশয়ের গঙ্গা দূষণ মুক্ত করার উদ্যোগকে এই দিকে প্রধান নজর দেয় কি না দেখার জন্য আরা কিছু দিন গঙ্গা মাকে যাহারা ভক্তি করেন এবং পুজা করেন। তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

শ্যামল সাহা, হরিদেবপুর, কলকাতা

জম্মুদ্বীপে ধৃত ৫৬ বাংলাদেশি

◆ *প্রথম পাতার পর*

সেই সময় এফ বি আনোয়ারা ও এফ বি আল্লাহমালিক নামের দুটি বাংলাদেশি ট্রলার ভারতীয় জলসীমানায় দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে ট্রলার দুটিকে আটক করে পুলিশ। ট্রলার থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ৫৬ মৎস্যজীবীকে। ট্রলার থেকে জাল ও মাছ ধরার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। যদিও আটকের সময় জাল ফেলা ছিল না সাগরে। সোমবারে থেকে টানা তিন দিনের সফরে মমতা ঝড়খালি গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দেশের কয়েকজন শিল্পপতি। গোটা সুন্দরবনকে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ জনের বেশি বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের পর জেলা প্রশাসন আরও সতর্ক বলে জানা গিয়েছে। গত দু মাসে সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রায় দেড়শো বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে উপকূল থানার পুলিশ। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় জল সীমানা অতিক্রম করার অভিযোগ মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে।

প্রথম সারিতে ভারত

◆ *প্রথম পাতার পর*

ভারতে হামলার ইতিহাস বহুপ্রাচীন। ভারতের মাটি ও সম্পদ লুঠ করতে হামলাকারীর অভাব হয়নি। প্রতিবেশি মুসলিম যোদ্ধা থেকে শুরু করে সুদূর বিদেশের আলেকজান্ডারের কথা সকলেরই জানা। প্রত্যেকেই একদিকে যেমন ভারতের ধনসম্পদ লুঠ করেছে তেমনি দখল করেছে এদেশের জমি। মুসলমান হামলাকারীরা তো এদেশকে শাসন করেছে বহুদিন। এদের হঠিয়ে দখল নেয় ইংরেজ শাসকরা। কেউই ভারতকে লুঠ করতে ছাড়ে নি। কিন্তু যেটা চরম পরিতাপের বিষয় তা হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই হামলাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এদেশের শাসক বা ব্যবসায়ীরা। উদ্দেশ্য অন্যকে টেক্কা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা বা ধান্দা গোছানো। দেশীয় শাসকদের মধ্যে অন্তর্কলহের জন্যই ভারত চিরকাল লুঠেরাদের স্বর্গরাজ্য।

আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। আজও সন্ত্রাসবাদীদের মদতে এগিয়ে আসছে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল। তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতদানের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য ভোট বাড়িয়ে ভারতের ক্ষমতা দখল। রাজতন্ত্র থেকে পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা থেকে গণতন্ত্র কিছুই বদল করতে পারল না ভারতীয়দের আত্মহননের মানসিকতাকে। এখন ভারতে হামলা চালানো সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি ভোটসর্বস্ব রাজনীতির হাতিয়ার। সেই ধারা চলতে থাকলে টেররিজম ইনডেক্সে ক্রমশ উপরে উঠতে থাকবে ভারত তাতে আর সন্দেহ কি! রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে নিজেদের মানসিকতা না বদলালে পরিস্থিতি বদলাবার আশা কম।

জয়নগরের আসল মোয়া

◆ *প্রথম পাতার পর*

জয়নগরের বিধায়ক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর বলেন যে, জয়নগরের মোয়া বাঁচাতে সরকারের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নইলে একদিন জয়নগরের মোয়া বলে আর কিছু থাকবে না। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদে আমি একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছি। তাতে সরকারি উদ্যোগে খেজুর গাছ চাষ করা, শিউলিদের উৎসাহ ভাতা এবং অবসরের পর বার্ধক্যভাতা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। কনকচুড় ধান চাষে চাষিদের—উদ্বুদ্ধ করতে ভর্তুকি দেওয়ার কথাও বলেছি।

আগামি ১৮ই জানুয়ারি শনিবার থেকে দুইদিন ব্যাপী জয়নগরের মোয়া, গুড়, পাটালি মেলার উদ্বোধন করেন — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী সুব্রত সাহা। এছাড়াও সুন্দরবন উন্নয়ক বিষয়ক মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক ডঃ তরুন কান্তি নস্কর, মেলা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সম্পাদক – গণেশ দাস, জয়নগর–মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ফরিদা বেগম শেখ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত সরখেল, জয়নগর ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দ্বয় মাধবী হালদার ও অঞ্জনা দাস সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগন উপস্থিত থেকে উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। জয়নগরের বহুডুস্থিত বহড়ু হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত মোয়া মেলায় ৫০টি স্টল এর আয়োজন করা হয়েছিল।

গ্রেফতার পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র

◆ *প্রথম পাতার পর*

সিবিআই সূত্রে খবর, মদন মিত্রের সব উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তদন্তকারীরা। মদন মিত্র ছাড়াও এদিন গ্রেফতার করা হল সুদীপ্ত সেনের আইনজীবী নরেশ ভালোটিয়াকেও। এই গ্রেফতারি যথেষ্ট নয়। দরকার টাকা ফেরত দেওয়া। দাবি তুললেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র।

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি জানিয়েছেন একজন মন্ত্রীর গ্রেফতারি অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিবিআই–এর হাতে নিশ্চয়ই কোনও তথ্য প্রমাণ আছে। ভুল ঠিক জানি না, তবে সমস্ত বিষয়টি সিবিআই–কে পরিস্কার করে জানাতে হবে। ফিট সার্টিফিকেট মিললে আগামিকাল পরিবহণ মন্ত্রীকে আদালতে পেশ করা হবে।

মদন মিত্রের হার্ট ও রক্তচাপ পরীক্ষা করতে সিজিও কমপ্লেক্স এ পৌঁছাল মেডিক্যাল টিম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মদন মিত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

মদন মিত্রের গ্রেফতারির প্রতিবাদে আগামী কাল তৃণমূলের মিছিল। সিবিআই নিজের কাজ করছে, মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের।

বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগেই এই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তৃণমূল যদি মনে করে এর পিছনে বিজেপি আছে তাহলে ওরা সুপ্রিমকোর্টে যাক। মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার।

আগামী সপ্তাহে লেখাপড়া বিভাগে মাধ্যমিকের অঙ্কের সাজেশন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ

শুভজিত দাস, নামখানা: কয়েক মাস আগে ইট ভাটায় কাজের লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে নিয়ে কুসুমতলা গ্রামের বছর পঁচিশের গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে একটি ভাটার মালিক ও কয়েকজন শ্রমিক। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মহিলাকর্মী। সুস্থ করে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। সংস্থার তৎপরতায় অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। শুধু ওই ধর্ষিতা মহিলা নয়। পারিবারিক অশান্তিতে জর্জরিত এমনিই সহায় সম্বলহীন মহিলাদের নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল করে ওই সংস্থারকর্মীরা। বুধবার বিকেলে নামখানার নারায়ণপুর বাজার থেকে নামখানা বিডিও অফিস মোড় শতাধিক মহিলা ওই মিছিলে পা মেলালেন।

তাঁদের হাতে ছিল নারী নির্যাতনের প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। ওই সংস্থার দাবি তারা সুন্দরবন এলাকায় সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ এই চারটি ব্লকে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। সংস্থাটি মূলত বালিকা বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার মদ্যপানের বিরুদ্ধে পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কিছু নাবালিকার বিয়েও তারা বন্ধ করেছে। সংস্থার সম্পাদিকা আনোয়ারা বিবি বলেন, ''আজকের মিছিল গত ৬ ডিসেম্বর কাকদ্বীপ কলেজের ছাত্রীর উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে। মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিলের আয়োজন হয়েছে। অসহায় নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে আমরা দাঁড়াই।

জখম ৪, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মঙ্গলবার সকালে শিশুদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে ২টি পরিবারের বচসার জেরে গণ্ডগোলে জখম হয় ৪ জন। জখম ব্যক্তিদের নাম মইদুল মোল্লা, সাদ্দাম মোল্লা, সাবির মোল্লা, মোরসেলিম মোল্লা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার ঘাসকুমড়ো খালি গ্রামে। দুই পরিবারের বচসা শেষ পর্যন্ত লাঠি সোটা নিয়ে মারামারিতে পৌঁছায়। জখম হয় ৪ জন। গন্ডগোলের জেরে এক দুষ্কৃতী পাখি মারা বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। সেই গুলিতে জখম হয় মইদুল মোল্লা। ক্যানিং থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখম ৪ জনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে মইদুল মোল্লার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। সাদ্দাম ছাড়া বাকি ২ জনকে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ আলতাফ মোল্লা, আলিছুল মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের খোঁজ চলছে।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার

(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)

হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

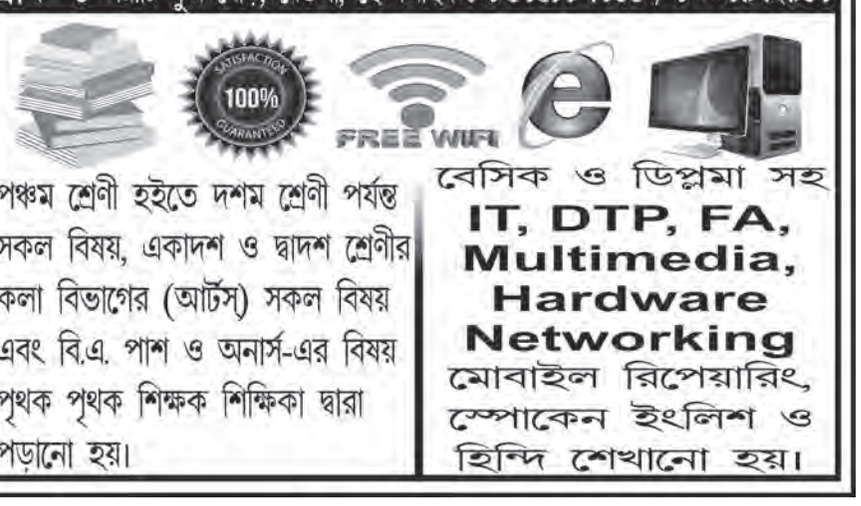

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

ভ্যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ: সাগর ব্লকে সুমতি নগর গ্রামে একটি যন্ত্রচালিত মেসিন ভ্যান উল্টে যাওয়ার ফলে গোকুল প্রধান (২১) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। গত ২৪ নভেম্বর শুক্রবার গোকুল প্রধান সুমতিনগর ঘাটে ট্রলার ধরবার জন্য তাঁর মাকে নিয়ে নিজে অতি দ্রুত গতিতে যন্ত্রচালিত মেশিন ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুমতিনগর খেয়াঘাটের কাছে চর্তুমুখী বাঁকে মেশিন ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি নারকেল গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। ভ্যানের সামনের রডটি গোকুলের শরীরের পিছনের অংশে ঢুকে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। দীর্ঘ নয় দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ৬ ডিসেম্বর স্ত্রী ও এক বছরের শিশুকন্যাকে রেখে গোকুল মারা যান।

NOTICE INVITING TENDER FOR PURCHASE OF LIME

Memo no. CMOH/DHHD/GSM-15(Tender)/1476 Date, 27.11.14
Sealed Tenders are invited from bonafide supplier/agency for supply of lime at CMOH office/DHHD for Gangasagar Mela 2015.
For detail information, please visit the notice-board of the undersigned/www.wbhealth.gov.in/www.s24pgs.gov.in.
Last date of sale of Bid documents: 19/12/14
Last date of submission of sealed tender: 24/12/14,
1.00pm.....CMOH, Diamond Harbour Health District

১৪৬০(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১২.১২.১৪

বিজ্ঞপ্তি

বজ বজ–২ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৩৮টি অঙ্গন ওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রকল্প স্তরে শিশু খাদ্য মজুতকরণ এবং প্রকল্পের মজুতঘর থেকে ২৩৮টি অঙ্গন ওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদী পরিবহনের জন্য স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তি বা ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীলকৃত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া উক্ত অঙ্গন ওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য বাসনপত্র এবং বিবিধ ষ্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহের জন্য পূর্বে এই ধরনের সামগ্রী সরবরাহের অভিজ্ঞতা আছে এরূপ উৎসাহী ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীলকৃত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে শিশু বিকাশ প্রকল্পাধিকারিকের করণ, বজ বজ–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্পাধিকারিক
বজ বজ–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৪৩২(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৮.১২.১৪

কোর্স শেষে ১০০ শতাংশ চাকরির নিশ্চিত সুযোগ

NSHM Group of Institution- এর শাখা NSHM Udaan Skill Foundation হল ম্যানেজমেন্ট ও ভোকেশনাল এডুকেশনের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। আর্থ–সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে মূল স্রোতে আনা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত কোর্স আধুনিক সম্মত। বর্তমান দিনে কাজের বাজারকে কেন্দ্র করে কোর্সগুলি ডিজাইন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে কোর্স শেষে চাকরির জন্য আমাদের Placement cell দ্বারা চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে Banking smart prep, Hospitality, Retail IT, Hardware & Network, Travel & Tourism প্রভৃতি কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

কোর্স শেষে কাজের সুযোগ মিলবে- ◆ পার্ক হোটেল ◆ ওবেরয় হোটেল ◆ হিলটন হোটেল ◆ হায়াত ◆ হোটেল লীলা ◆ আইটিসি হোটেল ◆ ক্রাউন প্লাজা ◆ ডমিনোজ পিজা ◆ কাফে কফি ডে ◆ র‍্যাডিসন হোটেল ◆ লে মেরিডিয়ান ◆ কাফে বেকারি ◆ স্পেশালিটি রেস্টুর‍্যান্ট প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে।

Call us at : 9832538259

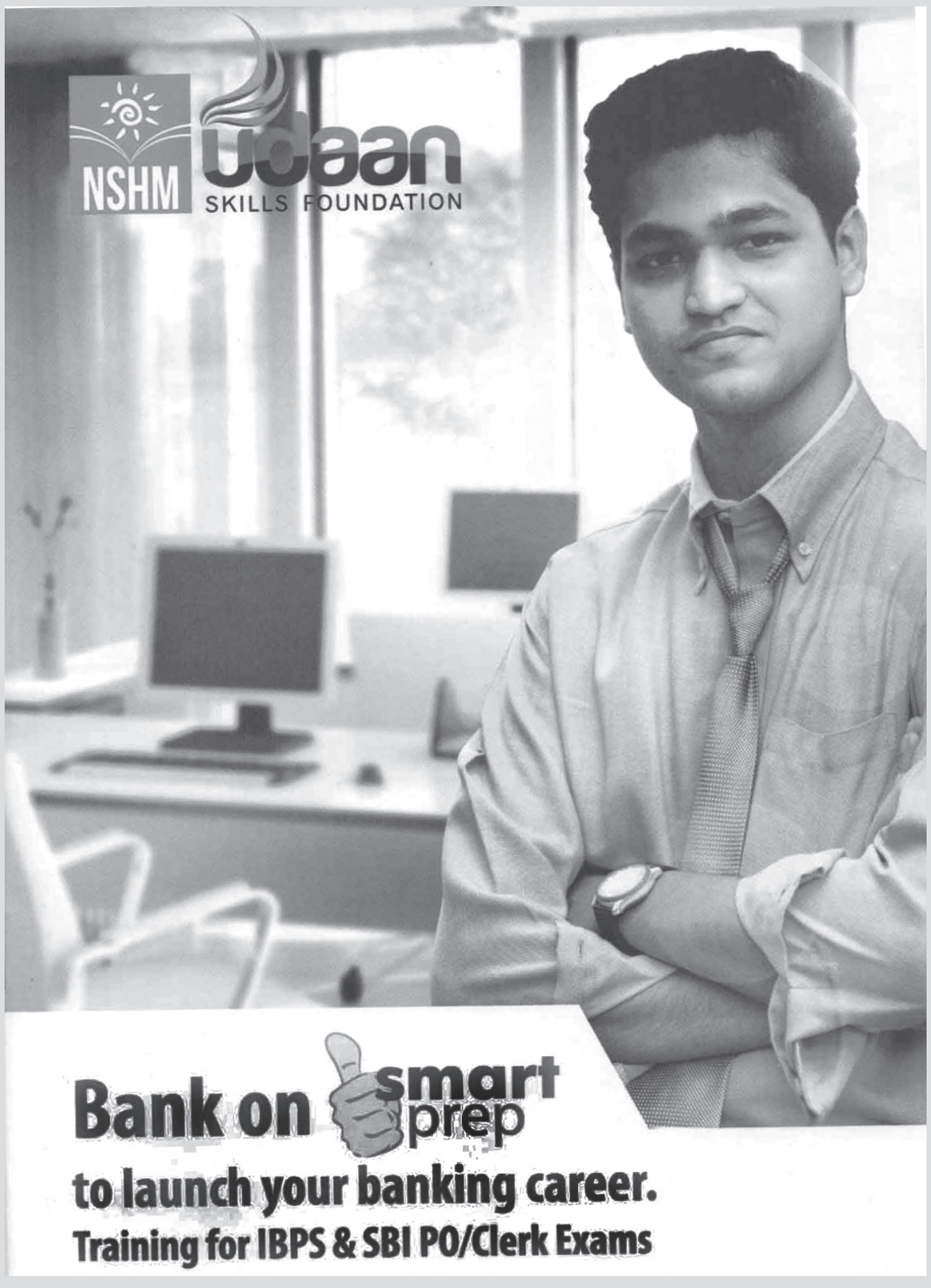

রবিঠাকুর, জগদীশচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত

গোসাবার হ্যামিলটন বাংলোয় ম্লান গোধুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবন উন্নয়নপর্ষদ হওয়ার আগে অবধি এই দ্বীপের নদীর বাঁধ বেঁধে (গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া) নতুন লক্ষ্যে ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের যে কর্মযজ্ঞ তা চাক্ষুষ করতে বিশ্বকবি

বাঁধগুলি মেরামতের দায়িত্বে ছিলেন সেই সব জমিদাররা যারা পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়েছিলেন। গোসাবায় স্কটল্যান্ডের স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ১৯০ সালে আবেদনের ভিত্তিতে ৯০৩ সালের ১৩ এপ্রিল দুটি লটে ২৩ হাজার একর জমি চল্লিশ বছরের জন্য লিজ নিয়ে সাঁওতাল পরগনা—বিহার, ওড়িশা থেকে মানুষ নিয়ে তিনটি জনপদ সৃষ্টি করেন। এই কাজটি করতে তাঁর সময় লাগে ৫ বছর। শেষ করেন ২০০৮ সালে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে ভারতের সমবায় আন্দোলনের পথিকৃত বলা হয়। তিনি চেয়েছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে এখানকার মানুষদের স্বনির্ভর করে তুলতে। জনপদ তৈরি করার পর বিভিন্ন এলাকার লোক ভিড় জমাল। পরাধীন ভারতবর্ষে মানুষের স্বনির্ভরতার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গোসাবায় পদার্পণ করেন। ৩০–৩১ ডিসেম্বর দুই দিন ছিলেন কবিগুরু। বেকন বাংলোয় অবস্থান করে এলাকায় ঘুরে দেখেন— পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন একে একে সব ব্যবস্থা। সমবায় ভান্ডার, ধর্মগোলা, পশুখামার, সমবায় ব্যাঙ্ক। চালকল, বয়নশিল্প কেন্দ্র, অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প, হাট, ফঁড়েদের থেকে চাষিদের বাঁচাতে ধান্য বিক্রয় সমিতি, বয়স্ক শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রসারে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, কৃষি খামারের মাধ্যমে ফসল ফলাও আন্দোলন স্যার ড্যানিয়েলের নিজ অর্থে তৈরি ডাকঘর। বিবাদ মেটাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। যার ফল স্বরূপ ৩০ বছর সেই সময় আদালতে একটি মামলা হয়নি। শ্রীনিকেতনের ধাঁচে পল্লী পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষের বিনিয়োগের জন্য গোসাবায় তিনটি দ্বীপে চালু করেন ১ টাকার কাগজের নোট (১৯৩৬)। দুই দিন সব ঘুরে দেখেন রবীন্দ্রনাথ। সন্ধ্যায় হ্যামিলটন বাংলোয় স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সঙ্গে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের নানা আলোচনাও করেন রবিঠাকুর ।

১৯৩২ সালের ৩১ ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা দেন স্যার ড্যানিয়েল। বাংলোর সামনে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সেদিন কবিকে উপহার দেন স্কটল্যান্ডের ভেড়ার লোমে তৈরি একটি শাল—যা এখানকার ছাত্রদের তৈরি। কবি তাঁর ভাষণে বলেন, স্যার ড্যানিয়েল বহুদূর দেশ থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের বন্ধু। স্বদেশি সমাজের যে রূপ আমি দেখিতে চাহিয়া ছিলাম, এখানে এসে তার পরিপূর্ণরূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ হোক গোসাবা। কবিগুরু স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে দেন, প্রখ্যাত ভাস্কর রোদেনস্টাইনের ব্রোঞ্জের উপর বিলি (যার কাজ করা রবীন্দ্র প্রতিকৃতি। যেটি গোসাবা আরআরআই হাইস্কুলে ছিল, পরে নানা কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ গোসাবা থানায় জমা দেন। সেটি এখন গোসাবা থানার মালখানায়। রোদেনস্টাইনের দেওয়া তিনটি রবীন্দ্র প্রতিকৃতির আর একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি শান্তিনিকেতনে। এখানে গোসাবায় একসময় এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জগদীশচন্দ্র বসু, গান্ধিজি নিজে না আসতে পারলেও তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি দেশাইকে পাঠান। হ্যামিলটনের ,কটি আবেদন গান্ধিজি রাখেন তা হলো তার ছাত্রদের জন্য 'Be Honest' কথাটি বাংলায় সৎ হও বাংলায় লিখে ১০০টি কার্ডে সই করে পাঠান যা এখন ইতিহাস। ১৯৩৯ সালের আদম সুমারিতে জানা যায় সারা বাংলায় যখন শিল্পর হার ৪% তখন এখানে ছিল ৪৫% যা বাংলার গর্ব। সমস্ত গোসাবা ৩২টা ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেকটায় সমবায় ব্যাঙ্ক। চারজন ডাক্তার। ডাক্তাররা নৌকায় চড়ে এই তিনটি দ্বীপে বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতেন।

পাবলিক ট্রাস্ট–এর মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়ার কথা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক শান্তনু বসুর। সমবায় দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিডিও, বিধায়ক,সভাপতি, সচিবদ্বয় বর্তমানে না থাকায় এবং অর্থভাবে এই পর্যটন ক্ষেত্রের বিশেষ আকর্ষণ, কাছারি বাড়ি হ্যামিলটন বাংলো, বেকন বাংলোর দাতব্য চিকিৎসালয়। (যা বন্ধ হওয়ার পথে, শ্রী হারিয়ে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হওয়ার পথে। তিন মাস ট্রাস্টের কর্মচারিরা মাইনে পাননি। সাহেবের জন্ম–মৃত্যুর দিনটি ৬ ডিসেম্বর কিংবদন্তী ডাঃ শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ বর্মন ১৯৪৭ সালে এসেছিলেন ডাঃ এবং শিক্ষক হয়ে। শেষ ২০০৭–এর ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাহেবের আদর্শের পাবলিক ট্রাস্ট–এর সচিব পদে থেকে তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে ৫ ফেব্রুয়ারি এখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তারপর

শেষমেষ ছোট করে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুন্দরবনের মানুষের পক্ষ থেকে ৩১.১২.১১ ও তার আগে চিঠি দিয়েও কোন ফল হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে হেরিটেজ দপ্তর সেইভাবে এগিয়ে আসেননি। বামফ্রন্ট–তারপর তৃণমূল সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুইবার এলেও সেভাবে এর জন্য চেষ্টাও করেনি এই অনুযোগ অঞ্চলবাসীর। তৃতীয় বারের ৮ ডিসেম্বরের সফরে রাতারাতি বিডিও ও পঞ্চায়েত থেকে রাস্তায় ফুলের বাগান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মুখ্যমন্ত্রীর দেখার জন্য সাজিয়েছেন। সমবায়ই দারিদ্র থেকে প্রাচুর্যে উত্তরণের একমাত্র পথ বলে মনে করতেন স্যার ড্যানিয়েল। স্যার ড্যানিয়েল মনে করতেন সোনা রূপা বা অন্য কোন ধাতুর উপর নির্ভর না করে ভারতের সব চেয়ে দামি ধাতু হলো অসংখ্য লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ। বর্তমানে গোসাবার মানুষ রাস্তা, জল, হাসপাতাল, বালিকা বিদ্যালয়, কলেজ, নদীবাঁধের সঙ্গে চান বেকন বাংলো, মিল বাংলো সংরক্ষণ ও একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠুক।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কাজ শুরু ইকো ট্যুরিজমের

বিশ্বজিৎ পাল, পাথর প্রতিমা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু দিন আগে শিল্পপতিদের সঙ্গে নিয়ে সাগর সফরে এসে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পর্যটন শিল্পে জোড় দিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ইকো–ট্যুরিজম গড়ে তোলা। সেই কাজকে বাস্তবে রূপ দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, সচিব, আধিকারিক, সরকারি কর্মচারীরা। এই পথ্য ধরে ইকো ট্যুরিজমের কাজ শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুরে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মোহময়ী সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে গোবর্ধনপুরের বেলাভূমির তটে। এমনকি সূর্যাস্ত ও সূর্য উদয়ের আলোর ছটা বেলাভূমিকে রাঙিয়ে তোলে প্রতিদিন। ঝাউ ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠবে এই আশা নিয়েই এবার

পাথর প্রতিমায়

গোবর্ধনপুরে গড়ে উঠছে রাজ্যের অন্যতম ইকো–ট্যুরিজম প্রকল্প। রামগঙ্গা থেকে আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছানো যায় এই সি–বিচে।

গোবর্ধনপুরের অদূরেই ভগবতপুর কুমির প্রকল্প। পূর্বদিকে বনি ক্যাম্প, কলসদ্বীপ। আর এই কলস দ্বীপের সংলগ্ন এলাকায় বনবিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে নতুন ট্যুরিস্ট স্পটের যেটি তৈরি হবে চুলকাটি জঙ্গলে।

পাথর প্রতিমা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর জানা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবর্ধনপুর এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে নতুন ইকো–ট্যুরিজমের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মড়ক যোজনায় পাকা ঢালাই কংক্রিটের ও পিচের রাস্তা। এমনকি সৌর বিদ্যুতের পাশাপাশি গ্রিডের বিদ্যুৎ ও পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয়েছে নদী পার করে। দ্রুত গতিতে চলছে তারও কাজ। বিধায়ক বলেন ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে আবাসন।

ট্যুরিস্ট লজ, গাড়ি পার্কিং। তৈরি হচ্ছে গোর্বধনপুর কোস্টাল থানা। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন নতুন ইকো ট্যুরিজমের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এলাকায় বহু মানুষের কর্ম–সংস্থান হবে। পাথর প্রতিমার সি বিচ পর্যটকদের কাছে এবার শীতে নতুন প্রাপ্তি এই ইকো ট্যুরিজম। সুন্দরবনের ঝড়খালি, বকখালি, সজনেখালি সাগরের পাশাপাশি গোবর্ধনপুর ঢুকতে চলেছে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে।

তিনি আরা বলেন সুন্দরবনের যাতায়াতের উন্নয়নের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি ব্লকে নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে। যাতে খুব কম সময়ে পর্যটকরা চলে আসতে পারবেন সুন্দরবন ভ্রমণে।

স্বাগত গঙ্গাসাগর : রাজ্যের আর্থিক অনটন সামলাতে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনাময় পর্যটনকে অবহেলা করেছে অকর্মণ্য বামফ্রন্ট সরকার। একথা সম্যক বুঝে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। পাখির চোখ করেছেন সুন্দরবনকে। অতি সম্প্রতি দু–দু'বার রাজ্যের অগ্রগণ্য শিল্পপতিদের নিয়ে সুন্দরবন দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আশা সুন্দরবনের পর্যটনে এইসব তাবড় তাবড় শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবেন। রাজ্যের অর্থভাণ্ডার পর্যটনের আয়ে ভরে উঠবে। তারই ফলশ্রুতিতে পর্যটন দফতরের উদ্যোগে এবার গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য কচুবেড়িয়ায় গড়ে উঠছে স্বাগত তোরণ। পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এই তোরণ করতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা। সন্দেহ নেই এই বছর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ছবি : মধুশ্রী আচার্য

মহানগরে

মনোজ্ঞ মেডিক্যাল ক্যাম্পে ডিভাইন ডেস্টিনেশন

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: দিনের শুরুতে লক্ষ্য ছিল ২৫০ জন দুপুর দু'টোয় সামান্যতম প্রচার ব্যবস্থাপনায় গিয়ে দাঁড়ালো ৩৬৪ জনে। এ থেকেই প্রমাণ মেলে শহরতলি থেকে গ্রাম–গ্রামান্তরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির উদ্যোগে 'মেডিক্যাল চেকআপ ক্যাম্পে'র আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর 'রোটারি ক্লাব অফ সাউথ সিটি টাওয়ারে'র সহযোগিতায় 'আর.সি.সি.মহেশতলা ডিভাইন ডেস্টিনেশনে'র উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় একটি নিখরচায় 'মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্প' বসে মহেশতলার গণিপুর হাই স্কুলে। চোখ, দাঁত, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা থেকে শুরু করে, মেডিসিন (ডক্টর অফ মেডিসিন), ইসিজি (ইলেকট্রোকারডিওগ্রাফি), ব্লাড সুগার ও গ্রুপ নির্ণয়ে মোট ২৫ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ চিকিৎসাকর্মীর সহযোগিতায় এ দিনের আয়োজন 'রোটারি ক্লাব অফ সাউথ সিটি টাওয়ারে'র আট জন অভিজ্ঞ প্রতিনিধির নিকট মনোগত ব্যবস্থাপনা হয়ে ওঠে। 'মানবিকতার টানে, মানুষ মানুষের জন্যে' এই বাণী পাথেয় করে ময়নাগড়ের মুখার্জী গেটস্থিত মানব সেবা কেন্দ্র 'ডিভাইন ডেস্টিনেশনের (চলভাষ নম্বর : ৯৮৩৬৭৮২৮৬৮)।কর্ণধারসুমিত কুমার মাইতি জানান, আমাদের সেবা কেন্দ্রের নিত্যদিনের প্রার্থনা সামান্য ২০ টাকার বিনিময়ে সমাজের গরিব থেকে গরিবতম দুস্থ মানুষদের সকল প্রকার সাধারণ, জটিল ও পুরাতন ক্রনিক অসুখের সুদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। প্রসঙ্গত এদিন চোখ ১৬৭ জন, ব্লাড সুগার ও গ্রুপ নির্ণয়ে ৮৪ জন, মেডিসিন ৫১ জন, ইসিজি ২৭ জন, দাঁত ২২ জন এবং হোমিওপ্যাথি ১৩ জন রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

রক্তের বন্ধনে প্রশাসনের অঙ্গনে

কলকাতা পুলিশ–এর প্রবাহ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সরশুনা থানায় রক্তদান শিবিরে সকল রক্তদাতাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অন্যান্য প্রশাসনিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবেদন ও ছবি শ্রীতাপস

ই ডি সমন পাঠাতে পারে পুরসভাতে

বরুণ মণ্ডল

সারদা সংস্থাকে কিভাবে একই অফিস ভবনে ৪৩টি ট্রেড লাইসেন্স কলকাতা পুরসভা দিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ই ডি)। এ নিয়েই ই ডি পুরসভাকেই 'সমন' (ই ডি অফিসে

হাজির হবার হুকুমনামা)পাঠাতে পারে বলে জানা গিয়েছে। পুর সুত্রে খবর, ৪৫৫ নং ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা – ৭০০০ ০৩৪ বেহালা ট্রাম ডিপোয় প্রবেশের মুখে বাম হাতের একাধিক দোকান ঘরের ছাদে দ্বিতলে বারো ফুট বাই আট ফুট ঘরের পরিধির মধ্যে ৪৩টি ট্রেড লাইসেন্স (সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট) কর্পোরেশন ২০১০ ও তার পূর্বে ইস্যু করে, কলকাতা পুর আইন (১৯৮০)–এর ১৯৯ নং ধারানুযায়ী। অভিযোগ, পুরসভা বিষয়টি খতিয়ে না দেখে সারদা সংস্থাকে এই ট্রেড লাইসেন্সগুলি দেয়। এদিকে বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ চিন্তায় রয়েছেন বলে বিভিন্ন সময়ে তা আভাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, 'সারদা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড' প্রকাশনী এই ঠিকানায় ট্রেড লাইসেন্স পায়। এই ঠিকানা থেকে বাংলার দৈনিক পত্রিকা 'সকালবেলা' ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দ্য বেঙ্গল পোস্ট' প্রকাশিত হত।

সারদা নিয়ে কলকাতা পুরসভার এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় বড় অবদান রয়েছে কংগ্রেস কাউন্সিলর প্রকাশ উপাধ্যায়ের। উল্লেখ্য এই কংগ্রেস কাউন্সিলরই সর্বপ্রথম সিবিআই এবং ইডির কাছে সারদার প্রতি কলকাতা পুরসভার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ধরেন। শুধু অভিযোগে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রকাশবাবু স্বয়ং চলে যান সিবিআই এবং ইডি দফতরে। এবং তার কাছে যেসব প্রমাণ রয়েছে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে তা তুলে ধরেন। এর পরেই সারদা মামলায় কলকাতা পুরসভার দিকে চোখ যায় সিবিআই এবং ইডির।

রাজ্য হস্তশিল্প মেলা শিল্পীদের জীবনে নতুন দিশা দেখাচ্ছে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

যাওয়া আসার পথে পথে

'এ কি বলছেন? এই করে আমরা বড়লোক হয় যাচ্ছি? জানেন, আজ সারাদিন কানাকড়ি বিক্রি হয়নি! আর শুনে রাখুন, এটা করেই আমার সংসার চলে। আমাদর পেটের ভাত জোটে এই কাজ করেই। আমার অসুস্থ স্বামী শুয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখ আমি কখন বাড়ি ফিরব, ভাব কত টাকার বিক্রি হল, এইসব? সেই টাকায় তার ওষুধ কিনতে হয়।' যাঁর কথার পিঠে রঞ্জনা গুহ এইসব কথা বললেন, তিনি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলন। এত ভেবে তো তিনি 'বড়লোক' হওয়ার কথা বলেননি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই মহিলা। তিনি একটা ছোট কাঁথার দাম জানতে চেয়েছিলেন। সেই দাম প্রসঙ্গে কথার পিঠে কথা এইভাবে এগোত থাকে। ওঁর গুটিয়ে যাওয়া দেখে পঞ্চাশ পেরনো রঞ্জনা আবার বলতে শুরু করেন। 'জানেন, পঁচিশ বছর এই কাজ করছি, কিচ্ছু করতে পারিনি, আমরা সেই গরিবইল থেকে গেছি, কিন্তু টাকা কামিয়ে নিচ্ছে ওইসব (দূর হাত দেখান) মহিলারা। ওদের স্বামীরা গাড়ি করে ছেড়ে দিয়ে যায় মেলায়। এখানে বসে দামি দামি সব টিফিন খায় ওরা। এই মেলা হচ্ছে ওদের ফূর্তির জায়গা।' এবার চুপ করেন তিনি।

বারাসত কলোনী মোড়ের বাসিন্দা রঞ্জনা গুহ-র বিয়ে হয়েছিল জব্বলপুর। ওখান স্বামী কাজ করতেন। স্বামী অসুস্থ হওয়ায় চাকরি যায়। ছেলে তখন ছোট। সংসারের হাল ধরতে হল রঞ্জনাকেই। রোজগারের জন্য কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করলেন। বিভিন্ন স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জামা তৈরি করতেন। পরে আরো কাজ বেড়েছে। ব্যাগ তৈরি, শাড়ির পাড় বসানো, কাঁথা বানানো প্রভৃতি নানা কাজে রঞ্জনা এখন পটু। সারাবছর মেলায় ডাক পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন –জেলায় এবং বাইরেও। 'কিন্তু শরীরটা আর দেয় না, তাই কিছু মেলা করি, বাকিগুলোতে যাই না।' বলছিলেন তিনি। জেলা এবং রাজ্যস্তরে নানা পুরস্কার পেয়েছেন। শরীরটা ভালো নেই বলে আর এই কাজে মন নেই। তবে বাধ্যতা আছে। আর সেই বাধ্যতা আরা কয়েক বছরের জন্য। 'এখন আমার বয়স ৫১ বছর। আমাকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে হবে। তারপর পেনশন পাব। ষাটের আগে কাজ বন্ধ করলে হবে না।' পেনশন-এর আশাতেই রঞ্জনা এখন তাঁর শিল্পচর্চা বাঁচিয়ে রাখছেন।

আর কলেজ স্ট্রিট-এর দেবমিতা পাল এবং শ্যামবাজারের শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করতে তাঁদের শিল্পচর্চা টিকিয়ে রাখতে চান। ৩২ বছরের দেবমিতা আর চল্লিশের শর্মিষ্ঠা একসঙ্গে মাল্টিমিডিয়া পড়েছেন। তখনই ঠিক করেন স্বাধীনভাবে কিছু একটা করতে হবে। ঠিক হয় ব্যবসার। এঁরা বিক্রি করছেন নানারকম ক্যারিব্যাগ, গিফট বক্স, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ল্যাপটপ-এর কভার, আইপড-এর কভার প্রভৃতি নানা জিনিস। এইসব জিনিস 'ইকোফ্রেন্ডলি'। এঁদের কোম্পানি 'কালারসওয়ে'র ঝাঁচকচকে ব্রসিওর-এ উৎপাদিত পণ্যর নানা বর্ণনা। উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা এই মহিলারা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের জিনিস বিক্রি করছেন। দেবমিতা, শমিষ্ঠারা –লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কাগজের ক্যারিব্যাগ কিংবা গিফট বক্স বাঁশের তৈরি ফুল। ভালো দামে সব বিকোচ্ছ।কোনোকোনোক্ষেত্রে প্রবীণ লোকশিল্পীরা এই আধুনিকাদের ওপর রাগ করছেন। দেবমিতা শমিষ্ঠারা বলছেন, 'প্রচলিত ধারার সঙ্গে আমরা আধুনিকতাকে মেশাচ্ছি। সেইজন্য আমাদের ওপর লোকশিল্পীরা রাগ করলে চলবে না। আমরা চেষ্টা করছি লোকশিল্পকে নতুনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে।'

কুমারটুলিরমালাপাল-এরএসব ঝামলা নেই। তিনি প্রচলিত প্রথা এবং আধুনিক আঙ্গিক উভয়কেই মেনে চলছেন। তিনি নিজেই দুটোর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। পাড়া মাটির ছোট ছোট পুতুল বানাচ্ছেন, আবার সেই পুতুল দিয়ে গলার মালা তৈরি করছেন। সেই মালায় আধুনিকতার ছাপ। আধুনিকারা হরদম কিনছেন এসব। উপাদানও বদলাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। মাটি ছেড়ে এখন এসেছে প্লাস্টার অফ প্যারিস। প্লাস্টার অফ প্যারিস তৈরি হচ্ছে জামরুল, পুতুল প্রভৃতি নানা জিনিস। আরো হরেক রকম জিনিস এই মেলায়। কাঠ, গালা, নানারকম ধাতু, মুখোশ, পাথর, বাঁশ, পট, ঝিনুক, কাপড়, ব্যাগ কি নেই এখান!

এইসব শিল্পীরা এসে হাজির হয়েছেন ইএম বাইপাস-এর মিলনমেলায়। এখান 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প মেলা' চলছে। গত ২১ নভম্বর শুরু হয়ে চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৩৫০০ শিল্পী এসেছেন সারা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা থেকে। শিল্পীরা নিজেরাই তাঁদের তৈরি পসরা নিয়ে বসছেন। মাঝে কোনো মিডলম্যান নেই, যা লাভ সবটাই শিল্পীদের। শিল্পীদের ওখানেই শোয়া, ওখানেই খাওয়া। চারদিকে বেশ কোলাহল। অনেকে স্টলের ভিতর ঠাঁই পাননি। তাঁরা স্টলের বাইরে। দূর দূর থেকে আসা মহিলারা পুরো সংসার নিয়ে এখানে হাজির। অনেকেই শিশুকাল থেকে হস্তশিল্প মেলায় যান। মহিলার সংখ্যাই যেন বেশি। আসলে এই শিল্প তৈরির সঙ্গে তা মহিলারা যুক্ত নানাভাবে। আগে এঁরা নেপথ্যচারিনী ছিলেন। বাড়িতে শিল্প তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এখন তাঁরা এইসব মেলায় আসছেন। একটা মুক্তির আনন্দ।

সেই কথাই বলছিলেন মাণিকতলা-বাগমারির আল্পনা সাহা। মধ্যপঞ্চাশের এই মহিলা পুঁতির ব্যাগ, হাতি, ঘোড়া, খেলনা তৈরি করেন। বলছিলেন, 'মেলায় আসি, বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ভালো লাগে। আগেতো ঘরে বসে থাকতে হত।' মিলনমেলা প্রাঙ্গনটা এখন যেন শিল্পগ্রাম হয়ে গেছে।

সেই শিল্পগ্রাম-এ যাঁরা বিকিকিনির জন্য এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ হাসিখুশি এখন। খদ্দেররা হাতের কাছে তাঁর প্রয়োজনীয় শিল্প পাচ্ছেন, আর শিল্পীরা ন্যায্য দামে তাঁর শিল্প বেচতে পারছেন। আগের তুলনায় শিল্পীদর অবস্থাটা এখন খানিক বদলেছে। রাজ্যস্তরে এই মেলা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় এই হস্তশিল্প মেলার আয়োজন হয়। শিল্পীরা এই কারণে খানিক খুশি। এরমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাখরদা গ্রামের বাবলু চিত্রকরকে দেখছিলাম মনমরা হয়ে বসে থাকতে। বলছিলেন, 'নতুন নতুন কাজ করছি, পরের দিন সব জেরক্স হয়ে যাচ্ছে। মানে সব কপি করে নিচ্ছে আমার কাজ। আমার কাস্টমার কমে যাচ্ছে। আমি তবে নতুন কাজ করে কী লাভ পেলাম?' আমাদের রাজ্যের পটুয়ারা এখন পট আঁকা ছাড়াও বড় বড় ফুলদানি, প্রদীপ, হ্যারিকেন, লণ্ঠন প্রভৃতিতে পটের ছবি আঁকছেন। আর সেই ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পটুয়ারা নানারকম নক্সা ব্যবহার করছেন। বাবলু চিত্রকর সেই নক্সা আঁকার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগান। তাই তাঁর কাজ বিক্রি হয় বেশি। এখন তাঁর অভিযোগ, সেই কাজ নকল হচ্ছে। নকল করা নিয়ে কোনো অভিযাগ নেই বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার তাপস কুম্ভকার-এর। তিনি এবং তাঁর দাদা মাটির –ঘোড়া এবং নানারকম আধুনিক ডিজাইনের মূর্তি তৈরি করেন। এই মূর্তিগুলিও নকল হয়। তবে তাপস বলেন, 'আবার নতুন করে ভাবি। এইভাবেই চালিয়ে যাই। ভয় পেলে চলবে না।' ক্রেতা-বিক্রেতার এই মিলন মেলা নতুন দিশা দেখাবে, নতুন জীবনের জোয়ার আনবে শিল্পীদের জীবন, নতুন ইতিহাস তৈরি হবে শিল্পচর্চায়।

ওঁ

বৈদিক জ্ঞান–পূর্ণ বিজ্ঞানও আনন্দময়

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি-সাধু-সন্ন্যাসী-দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড-ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

বেদের সমস্ত জ্ঞানই অভ্রান্ত শাশ্বত সত্য ও সনাতন। বেদ মানে জ্ঞান, অভ্রান্ত জ্ঞান। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বৈদিক অনুশাসন অনুযায়ী জীবজন্তুর মল অপবিত্র এবং তা স্পর্শ করলে স্নান করে পবিত্র হতে হয়। কিন্তু গোবর পশুর মল হলেও তা অতি পবিত্র। এমন কি কোনও স্থান যদি অপবিত্র থাকে, সেখানে গোবর লেপন করলে সে স্থান পবিত্র হয়ে যায়। এটা বৈদিক সিদ্ধান্ত। আপাত দৃষ্টিতে এটি পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত বলে মনে হতে পারে; কিন্তু বৈদিক অনুশাসন বলে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি গ্রহণ করে কেউ ভুল করেছে বলা যায় না। পরবর্তীকালে আধুনিক বিজ্ঞানীরা গোবরকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, গোবরে সব কটি জীবানুনাশক গুণ আছে, সুতরাং বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান — অভ্রান্ত বিজ্ঞান। নিসংকোচে গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রহণ করলে কেউ ভুল করবেন না, ঠকবেন না। শ্রীমদ ভাগবৎ গীতা হল বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ।

সর্ব উপনিষদ গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন
পার্থো বৎসঃ সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতা অমৃতং মহৎ

উপনিষৎ সমূহ গাভী সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা। কুন্তী পুত্র অর্জুন বৎস সদৃশ, সর্বশাস্ত্রসারভূত গীতা দুগ্ধ। আমরা বিবেকী ব্যক্তিগণ পান করে অমৃত লাভ করি। শ্রীমদ ভাগবৎ গীতায় ভগবান বলছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট
মত্ত স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেৈদেশ্চ সবৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ বেদবিদেব চাহম।।

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করি আমার থেকে মানুষের স্মৃতি। বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়। আমি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য, এক আমিই বেদান্ত কর্তা, বেদবিদ। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জেনেছেন তার সমস্ত বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এই বিশ্বসৃষ্টিই স্রষ্টা সব কিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এক একজন, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী তার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অংশ আবিষ্কার করে কত পুরস্কার পাচ্ছেন। বৈদিক শাস্ত্রে যা আছে তাই আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী বলে পৃথিবীতে বিখ্যাত হচ্ছেন। বৈদিক জ্ঞানের কিছু অংশ যেগুলি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী হয়েছেন তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করলাম।

১। ডালটনের পরমাণুবাদ-অনু কথাটিকে বলেছেন-ডালটন। ডালটন অণুর সংজ্ঞা দিয়েছেন-অণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশও অনু দ্বিপরমানু বিশিষ্ট এসব বলেছেন। কিন্তু এই বিষয়টি বৈদিক শাস্ত্রে নিহিত আছে।

ব্রহ্ম-সংহিতায় ব্রহ্মাজী বলছেন—
অন্ডারস্থ পরমাণুচয়ন্তরস্থং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তহমং ভজামি।।

যিনি ব্রহ্মান্ড অন্তর্গত সূক্ষ্ম পরমাণু রাশির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজমান। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। শ্রীমদ ভাগবৎগীতায় ৪/৭ শ্লোকে বলা হয়

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অনোরনীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ।

তিনি সর্বজ্ঞ সনাতন, তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম রূপে জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করেন। শ্বেতশ্বতর উপনিষদে আত্মার পরিমানগত অবস্থান-কি তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চ অনন্তায় কল্পতে

একটি চুলের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে (যাকে ১০,০০০ ভাগ করলে যে চিৎকণা পাওয়া যাবে আত্মার আয়তন ততটা এখানে অনুকে ভাঙলে যে অসংখ্য ইলেকট্রন (চিৎকণা) পাওয়া যায় তার ইঙ্গিত বহন করেন।

দেবাদিদেব শিব এক জায়গায় বলছেন

পরমানু স্বরূপে চ দ্ব্যনুকাদিস্বরূপিনি
সুক্ষাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্বাত্রি নমঃহস্তুতে।।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনু যা দুই পরমাণু বিশিষ্ট তার মধ্যে তুমি অবস্থান করো। তোমাকে প্রণাম জানাই। সুতরাং অনু ও পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে যথাযথ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুন্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে এযোহনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য এই যে অনুসম আত্মা তাকে জানতে হবে।

২। Law of Convervation of Mass French scientist savant Lavoisier put forward the law of conserva-tion of mass — which states matter can neither be created nor be de-stroyed. Total mass of the universe is constant.

এই কথা উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে

ওঁ পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ওঁ শব্দের অর্থ এখানে ঈশ্বর তিনি পূর্ণবস্তু তার থেকে আপনি যতই খরচ করুন বা যোগ, বিয়োগ করুন না কেন তিনি পূর্ণ থাকেন। কোন পরিবর্তন হবে না।

১+১=২ হয়, কিন্তু

১-১=০ হয়, কিন্তু ওঁ সাথে আপনি যাহাই যোগ বা বিয়োগ করুন না কেন তার পরিবর্তন হবে না। এটা বৈদিক সিদ্ধান্ত। mass neither the created nor be destroyed—পৃথিবীর মোট ভর অপরিবর্তনশীল।

পূর্ণমেবা বশিষ্যতে/এটা বৈদিক সিদ্ধান্ত।

৩। শক্তি তত্ত্ব। এনার্জি থিয়োরি।

শক্তিকে কেউ সৃষ্টি করে না এর বিনাশ নেই কেবল এর রূপান্তর আছে।

ভগবৎগীতায় দেখুন, আত্মা সম্বন্ধে একই কথা বলা আছে।

না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভয়ো
অজ নিত্য শাশ্বত হয়ং পুরান
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আত্মাকে কেউ সৃষ্টি করে না, বিনাশও করে না, এই আত্মা জন্মায় না, মরে না, বারে বারে সৃষ্টি হয় না-কেবল এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানী এনার্জি তত্ত্ব ও ভগবানের আত্মতত্ত্ব মূলতঃ একই.

৪। এবার যাই স্যার আইজ্যাক নিউটনের Laws of Gravitation-এ

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোথায়—বিশ্বের যে কোন দুটি বস্তু কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি আকর্ষণের দ্বার আবদ্ধ। ভগবৎগীতায় এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করা আছে।

মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মনিগনা ইব।।

ভগবান বললেন, হে অর্জুন এ জগতে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে। তেমনই এই বিশ্ব আমাতেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করে। অদৃশ্য রজ্জুর মাধ্যমে সবাই আমাকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে। একটি ফুলের মালা ভিতরের সুতোকে কেউ দেখতে পায় না সবাই ফুলগুলিকে দেখে। এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির এক অদৃশ্য সূতায় গ্রথিত। অদৃশ্য আকর্ষণে সবাই আমার সাথে যুক্ত আমি সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সূত্রে মনিগণা ইব। এটা বৈদিক সিদ্ধান্ত।

5. (Plant has life) বিজ্ঞানী জগদীশ বসু প্রমাণ করেছেন, গাছের প্রাণ আছে, গাছও জীব একথা বিষ্ণুপুরানে বহু আগে বলা হয়েছে।

৮৪ লক্ষ জীব যোনি আছে—২০ লক্ষ প্রজাতির বৃক্ষকে জীব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাব বিজ্ঞানীর আবিষ্কারগুলির বৈদিক সিদ্ধান্তকে তুলে ধরেছেন।

৬। এবার যাই সাংখ্যতত্ত্বের বিষয়—বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা এক, দুই, তিন যে সংখ্যা আছে তার সবটার উল্লেখ পাই যেমন ১) একমেবাদ্বিতীয়ম — আমি এক ও একক — আমার কোন দ্বিতীয় নাই

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মন
কাম, ক্রোধস্তথা লোভ স্তমাদেত এয়ংত্যজেৎ

তিনটি নরকের দ্বার আছে কাম, ক্রোধ, লোভ। আর এক জায়গায় ভগবান বললেন

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোর্জ্জুন।

চার প্রকার পুণ্য কর্মা ব্যক্তিগন আমার ভজনা করবে।

চাতুর্বন্যং ময়া সৃষ্টং গুন কর্ম বিভাগশঃ আমি মানব সমাজের গুন ও কর্ম অনুসারে চারিটি বর্ণ সৃষ্টে করেছি।

৫. পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণামি নিবোধমে (১৮/১৩ বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চনম। (১৮/১৩

মন, ষষ্টানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি। (১৫/৭) মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ জীব প্রকৃতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করছে।

এইভাবে বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা সকল সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ পাই। একদিকে অণু পরমাণু আত্মা চিৎ কনা অন্যদিকে দশক, শতক, সহস্র, লক্ষ, কোটি, যে সকল বৃহত্তম সংখ্যা আছে সেগুলিও বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে।

আমার বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে যা উপলব্ধি করেছি এটা নিশ্চিত বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও অভ্রান্ত ও চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক বিজ্ঞানের মতো পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান নয়।

বৈদিক জ্ঞানের ওপর যদি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হত বা আজও যদি ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান সমাজের মধ্যে নদীর শ্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হত তবে সমাজে হিংসা দ্বেষ থাকত না। সমাজ সুশৃঙ্খল হত।

7) Religion in one umbrella

শ্রীমদভাগবৎ গীতায় প্রতিটি শ্লোকে প্রতিটি অক্ষরে তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা ভগবান লিপিবদ্ধ করেছেন। যে জ্ঞান মানব সৃষ্টির শুরু থেকে আছে—যে জ্ঞান মানব সমাজের প্রেমের বন্ধন তৈরী করে মানুষে মানুষের মধ্যে ভেদ ভুলিয়ে দেয়। সুস্থ সমাজ নির্মল মানব সমাজ গড়তে সাহায্য করে। তার সামান্যতম পর্যালোচনা এখানে করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন এবং তিনি আত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। এর দ্বারা তিনি বোঝালেন জগতে যত সৃষ্ট প্রাণী—তিনি তাদের পিতা সকল জীব তার সন্তান—আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রীস্টান নই—আমি অমৃতস্যপুত্র—জাতি ধর্মের যে ভেদাভেদ ভগবান গীতায় তার সবটাই নিরসন করে গেছেন। ধর্মের গুরুগণ কেবল সমাজে ভেদাভেদ তৈরি করে গেছেন-তাতে সমাজের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হয়েছে ভেদাভেদ বেড়েছে মূল তত্ত্ব হল আমরা সবাই অমৃতস্য পুত্র ঈশ্বরের পুত্র ভাবলে ভেদাভেদ থাকে না।

আমি খ্রীস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি মুসলমান, আমি হিন্দু এতে ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। সমাজের ক্ষতি হয়েছে। গীতার আদর্শ যদি গ্রহণ করা যেত অমৃতস্য পুত্র—ঈশ্বরের পুত্র, ভগবানের পুত্র তবে মানুষে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতো না। আমরা সবাই একই পিতার সন্তান।

ভগবান গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন।

চাতুবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণও কর্মবিভাগশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র—কেউ ছোট বর্ণ নয় স্বভাব ও গুণ অনুযায়ী চারটি বর্ণ বিভক্ত হয়েছে।

মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এভাবে ভাগ করেননি এটাই বিভেদের কারণ আমরা ঈশ্বরের সন্তান গুণকর্মানুযায়ী সমাজ বিভাগ।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষন্তি, সরলতা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। এই গুণগুলি যাদের আছে তারা সমাজের ব্রাহ্মণ ও তারা সমাজের শিক্ষার ভার নেবে।

শৌর্য, তেজ, ধৃতি দক্ষতা, যুদ্ধে সাহসীকতা দান শাষণ ক্ষমতা যাদের থাকবে তারা ক্ষত্রিয়—তার দেশের শাষণভার গ্রহণ করবে।

কৃষ্টি গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এরা দেশের অর্থনীতির ভার নেবে।

মানুষের সেবা পরিচর্যা শূদ্রের স্বভাবজাত—তারা সেবার ভার নেবে যদিও আজ বর্ণাশ্রম প্রথা নেই কিন্তু অলিখিত ভাবেও অশুদ্ধভাবে এই বর্ণাশ্রম প্রথা চলে আসছে। সমাজে এখন সবচেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা ব্রাহ্মণদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি এখন বৈশ্যদের সঙ্গে শৌর্য তেজ এখনও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আছে শূদ্রেরা আজও সমাজে নানাভাবে মানুষের সেবা করে আসছে।

বর্ণাশ্রম প্রথা বৈদিক সিদ্ধান্ত। এই প্রথা না মানলে কি হয় তার একটা গল্প বলে শেষ করছি— নিজ নিজ ধর্ম পালন না করলে তার কি ফল হয় তা দেখুন—

একটি চাষির খামারে গরু ভেড়া, কুকুর গাধা নানান প্রজাতির পশু আছে, চাষি ঐ পশুদের তার অর্থনৈতিক লাভের জন্যে কাজে লাগাত। কিন্তু ঠিক ভাবে খেতে দিত না। পশুরা একবার প্রভুর অবর্তমানে সভা করে ঠিক করলে আমরা যে যার কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে আমরা তা ঠিক ভাবে পালন করবো না।

এই সিদ্ধান্তে মতে সবাই কর্মে অবহেলা করতে লাগল।

একদিন ঐ চাষির বাড়িতে গভীর রাত্রে চোর প্রবেশ করেছে। প্রভুকে সাবধান করার দায়িত্ব কুকুরের। কিন্তু কুকুর চুপ করে আছে। গাধার হঠাৎ মনে হল প্রভুর সব কিছু চুরি হয়ে যাবে কুকুরগুলি ডাকছে না—আমি আমার প্রভুকে জাগিয়ে তুলি। এই বলে গাধা খুব জোর চিৎকার করলো—চাষীর ঘুম ভেঙে গেল প্রভু একটা মস্ত বড় লাঠি নিয়ে গাধাটাকে চিৎকার করার জন্য বেদম প্রহার করলো—গাধা বেচারা। কুকুরের কর্ম পালন করে প্রহার খেল। চিৎকার করে মানুষের জাগানো এটা কুকুরের ধর্ম। একের ধর্ম অন্য লোকে পালন করলে যা হয়। এখন সমাজে তাই হচ্ছে।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ।

এটা বৈদিক সিদ্ধান্ত তাই বৈদিক জ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান।

বৈদিক জ্ঞানের মূল লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে জানা। প্রশ্ন? তাকে জানলে কি লাভ? তাকে জানলে, তার কথা শুনলে, পড়লে জীবের কল্যাণ হয়। কেউ যখন কৃষ্ণকথা ভক্তি সহকারে আন্তরিকভাবে শ্রবণ করেন বা গান করেন, তার অন্তরে আনন্দের অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। সেই আনন্দের আগুন জীবকে পরমানন্দে নিমজ্জিত করে, তখন জীব সত্যিকারের আনন্দ সাগরে ভাসে, প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। তখনই আমাদের জ্ঞান লাভের সার্থকতা। জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আনন্দ লাভ। যে জ্ঞান মানুষকে দুঃখ কষ্টে নিমগ্ন করে সেটা জ্ঞান নয় অজ্ঞান। তাই বৈদিক জ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান ও আনন্দদায়ক।

মাঙ্গলিকী

শব্দের ঝংকার সাহিত্য পত্রিকার রবীন্দ্র স্মরণ সভা

আসর যথারীতি বসেছিল হাওড়ার সালকিয়ায় পত্রিকা দফতরে। এদিন ছিল রবীন্দ্র স্মরণ সন্ধ্যা। সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রর কণ্ঠে 'মধ্যদিনে ঘরে গান বন্ধ করে পাখি'—রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে আসরের শুরু। বরিষ্ঠ কবি, প্রবন্ধকার নিত্যানন্দ দাস বললেন, ১৯৪০ এ বাবার সাথে জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন কবি খুবই অসুস্থ। তবুও তাঁর চিত্রকর বাবার সাথে ছবি নিয়ে নানান মূল্যবান কথা বলেন কবি। এরপর কবিকে শ্রীদাস দেখালেন কবির শেষ যাত্রায়। শ্রীদাস আরও বললেন সুনিশ্চিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানই থেকে যাবে অতি উজ্জ্বল ভাবে। সবচেয়ে অন্তরালে থেকে যাবে বোধহয় তাঁর প্রবন্ধগুলি। অথচ কবির প্রবন্ধগুলি সমাজের শিক্ষিত মানুষজনের আরও বেশি করে পড়া ও তাই নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গ টেনেই ডঃ বর্ধন বললেন, রবীন্দ্র প্রতিভার বিচ্ছুরণ সম্পর্কে বুঝতে গেলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পড়তেই হবে শিক্ষিত জনকে। তাঁর প্রবন্ধগুলি নিয়ে কবি ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অনেক 'চিঠি লেখেন, সেগুলিও পড়তে হবে সবাইকে। বিভু মুখোপাধ্যায় বললেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বভাবতঃই বৃটিশ বিরোধী কবি তাঁর কবিতা ও গানের ভিতর দিয়েই তাঁর কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। (এক্কেবারে ঠিক; অথচ এক সময়ে কবিকে বলা হত বুর্জোয়া কবি অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি মোটেই তিনি 'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লেখা, ছবি আঁকা' কবি, দার্শনিক ছিলেন না)। শ্রী মুখোপাধ্যায় পরে 'রবীন্দ্র স্মরণে' স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছেন।

এদিন আরও যাঁরা রবীন্দ্রস্মরণে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন, অন্যান্য বিষয় সমৃদ্ধও কবিতা শুনিয়েছেন তাঁরা হলেন মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝুনু ভৌমিক, কানন পোড়ে, আরতি দে, নীলাঞ্জনা প্রামাণিক প্রমুখ। মননশীল নিবন্ধ পাঠে রবীন্দ্র স্মরণ করলেন দেবনাথ পোড়ে। তাপস চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিকে নিয়ে ভাষণে আসরকে বিদ্ধ করলেন। স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছেন। এদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত আসরকে উজ্জ্বল করেছেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী। অনবদ্য কবিতাও শুনিয়েছেন) বাসবী মজুমদার মিত্র। অদিতি রায় প্রমুখ। খালি ফ্রেমে কবির ছবির আবির্ভাব ঘটিয়ে রবীন্দ্র প্রণাম জানিয়েছেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আসরে আলিপুর বার্তার সাম্প্রতিক সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সভাপতি ডঃ বর্ধন।

'শব্দের ঝংকার' সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটিও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়—মুহূর্তটি সকলের উষ্ণ করতালিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এছাড়াও এদিন বিভিন্নজনকে মানপত্র প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জনের পাঠ, ভাষণ, সঙ্গীত সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের মূল্যবান মতামতে আরও সমৃদ্ধ হয়। এই পর্বেই তিনি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেন। বলেন মূল কারণটিও। আবার একই সাথে বলেন রমা রঁলাকে বলা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি : 'ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া, দেন রিড টু স্বামী বিবেকানন্দ।''

এদিনও আসর চলে না শেষ হবার ছন্দে—এতেই বোঝা যায় ৩৫ বছর পার করেও কেন আজও উজ্জ্বল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দের ঝংকার'

মুক্তি প্রতীক্ষায় 'অন্যায় অবিচার'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক সামাজিক অবক্ষয় ও সমস্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে অন্যায় অবিচার ছবিটি। প্রতিবাদী যুবকের লাঞ্ছনার ছবি এটি। কাহিনি বিন্যাস, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন সদ্য প্রয়াত শক্তিপদ রাজগুরু। পরিচালক সুশান্ত পাল চৌধুরী। সুরকার সৌমিত্র কুন্ডু। গান গেয়েছেন, কুমার শানু, অনীক, রূপঙ্কর, সনজিৎ মন্ডল, সুজয়, রাত্রি ও শাশ্বতী। মুম্বইয়ের মজহর খান এই ছবির ক্যামেরাম্যান। নৃত্য নির্দেশক মাইকেল রাই, ফাইট কম্পোজার খোকন সাহা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আকাশ, রাত্রি গোস্বামী, মনোজ মিত্র, ড. শঙ্কর ঘোষ, অনামিকা সাহা, সুমিত গাঙ্গুলি, রমেন রায়চৌধুরী, দেবু বসু, ব্ল্যাক টাইগার, অমিয় গোস্বামী প্রমুখ। কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে এর বহিঃদৃশ্যগুলির শুটিং হয়েছে। পৃথ্বী ফিল্মস ইন্টারন্যাশনালের ব্যানারে এ ছবির শুটিং শেষ হয়ে এখন মুক্তির দিন গুনছে।

ফুটবল মক্কাকে পিছনে ঠেলল নীতা আম্বানির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বলা হয় যে কলকাতাকে সেই তিলোত্তমা সম্প্রতি পিছু হটে গিয়েছে গুজরাটের কাছেও। একটু ভেঙে বললে বলা চলে, এক গুজরাটি ললনার ফুটবল প্রেম বাঙালির ফুটবলকে অনেকাংশে টেক্কা দিয়েছে। ফুটবলের প্রতি বাঙালির দরদ আজ আক্রান্ত। অথচ দেশের ফুটবলের উন্নয়নে সবার আগে এগিয়ে আসা উচিত ছিল এই বাংলারই। কিন্তু আপামর বাঙালিকে হতাশ করে ফুটবল উদ্যোগে গা ভাসাতে কোনও তৎপরতাই নেয়নি কলকাতার নামি ক্লাবগুলি। যে সক্রিয় অংশগ্রহণ সারদা সহ বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানির স্পনসর সংগ্রহে দেখিয়েছিলেন কলকাতার ক্লাবকর্তারা, তারাই দেশের ফুটবলের মান তুলে ধরার কাজে পিছু হটেছেন। এই লেখার অবতারণা সেই প্রেক্ষাপটে করা হচ্ছে যখন দেশের নব্য ফুটবল প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক মানে মেলে ধরতে উদ্যোগ নিয়েছেন গুজরাটের নীতা আম্বানী। এমনিতে তাঁর পরিচয় দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি মুকেশ আম্বানীর স্ত্রী হিসাবে।

ফুটবলের প্রতি তাঁর যে এত টান তা এর আগে কোনদিন প্রকাশ্যে আসেনি। যা সম্প্রতি উন্মোচিত হল দেশের তরুণ প্রতিভাধর ফুটবলার তুলে আনার আকাদেমি গড়ার শিল্যান্যাসের মধ্যে দিয়ে। এর আগে বৃহত্তর শিল্প গোষ্ঠী টাটা ফুটবল আকাদেমি বা টিএফএ-র পক্ষ থেকে অনুরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল দেশের ফুটবল বিকাশে। তাতে কাজের কাজ কিছু যে হয়নি তা নয়। বরং অনেক নামিদামি ফুটবলার যাঁরা আজ দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও কিন্তু টাটা ফুটবল আকাদেমির প্রোডাক্ট। তাও টাটার এই উদ্যোগ ভারতকে কখনওই আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাপে তুলে ধরতে পারে নি। ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে ভারতের ফুটবল ইনডেক্স।

এক সময় যে ভারতীয় ফুটবল দল ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এবং এশিয়ার প্রধান দল চিন,জাপান, কোরিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর নিতো তারাই এখন বাংলাদেশ, নেপালের মতো ফুটবল বামনের বিরুদ্ধেও কম্পমান হয়ে উঠছে। দেশকে এই জায়গা থেকে তুলে ধরতে প্রয়োজন ছিল নতুন ধরনের কিছু পরিকল্পনার। প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রধান সংস্থা 'ফিফা'-র তরফ থেকে অনেকদিন আগেই এ দেশকে ফুটবলের ঘুমন্ত দৈত্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই দৈত্যর ঘুম ভাঙানোর উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি কাউকেই। এমননিতে এ দেশের অন্যান্য খেলার সঙ্গে যুক্তদের একটা অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যে, সুয়োরানী ক্রিকেটের পাশে ফুটবল বা অন্যান্য খেলা নিতান্তই দুয়োরানীর মর্যাদা পায়। একথা একেবারে যে বেঠিক তা নয়।

এর পাশাপাশি এটাও ভেবে দেখা দরকার এতদিন পর্যন্ত ফুটবল নিয়ে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা কোনও ভাবেই হয় নি। অথচ এই ব্যাপারে সবার আগে এগিয়ে আসা উচিত ছিল বাংলার ফুটবল কর্তাদের। কারণ এমনিতেই বাংলা হল ফুটবলের দেশের প্রধান পীঠস্থান। গোয়া বা দেশের অন্য প্রান্তের ক্লাবদলগুলি যতই ভালো খেলুক না কেন এখনও মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামলে অগণিত সমর্থক ভিড় করেন। যুবভারতীতে যে কোনো ইস্ট-মোহন ম্যাচের উত্তাপ বিদেশি ডার্বির সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। স্বাভাবিক ভাবেই সেই ফুটবল কুলীন বাংলার নেতৃত্বে ভারতে একটি সঠিক ফুটবল পরিকাঠামো অনেক আগেই গড়ে তোলা যেত। সবুজ-মেরুন বা লাল-হলুদ কর্তাদের কিন্তু সে ব্যাপারে কোনওদিনই হুঁশ ছিল না। সবথেকে আশ্চর্যের ক্লাবের দল গঠন থেকে স্পনসর জোগাড় করা এ সব ব্যাপারে এসব কর্তারা অনেক বেশি মেতেছিলেন চিটফান্ড কোম্পানিগুলিকে নিয়ে।

সেই বাজারে যখন অশনি সংকেত দেখা গেল তখন নিজেদের ক্লাবকেও বিপন্ন করে তুলেছেন এই কর্তারা। এমনিতে চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির জেরে মোহনবাগানের সর্বময় কর্তা স্বপন সাধন বসু (টুটু)-র ছেলে তথা ক্লাবের বর্তমান দণ্ডমুন্ডের কর্তা সৃঞ্জয় বসু হাজতবাস করছেন (যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এই মুহূর্তে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন)। সৃঞ্জয় বা টুম্পাইকে যোগ্য সঙ্গত করছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আরো এক প্রতাপশালী কর্তা দেবব্রত সরকার (নীতু)। বলা যেতে পারে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছেন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের এই দুই শীর্ষ কর্তা।

শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের ভাবমূর্তি এদের কাছে এসে যায়না। নিজেদের পকেট ভরার জন্য টু পাইস কামিয়ে নিতে এরা সর্বদা সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। একবারের জন্যও ফিরে তাকাননি ক্লাবের অসংখ্য সদস্য সমর্থকের দিকে। এমনকি এই কেলেঙ্কারির জেরে লাল-হলুদ এবং সবুজ-মেরুনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। সামনের বছর তো বটেই এ মরসুমেও দল চালানো নিয়ে ব্যাপক সংকটে রয়েছে দেশের প্রধান দুই ক্লাব। এইসব অবৈধ সংস্থার থেকে টাকা সংগ্রহে আগ্রহ কমিয়ে যদি তার কদাচিৎ সময়ও দেশের ফুটবল উন্নয়নে ব্যয় করতেন তাহলে হয়তো ফুটবল গরিমার জন্য ভারতের পরিচয় বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত। শুধু এই দুই ক্লাবই নয়। কলকাতার বহু অর্থবান শিল্পপতি এবং সর্বপরি ফুটবল প্রেমীর তরফ থেকেও অনেক উদ্যোগ প্রত্যাশিত ছিল। অথচ তারা সেই কাজে কোনও ভাবেই ধ্যান দেননি।

আর এখানেই দেশের ফুটবল মক্কাকে এক লহমায় পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন গুজরাট ললনা নীতা আম্বানি। প্রসঙ্গত ভারতে যে বিশ্বমানের আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হয়েছে তা দেশের ফুটবলকে ত্বরান্বিত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু নীতা আম্বানি একা নন। ফুটবলের সোপান গড়ে তুলতে অন্যতম কারিগর হিসাবে এগিয়ে এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রমুখ বিশিষ্টরা। এছাড়াও বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতারাও ভারতীয় ফুটবলকে প্রমোট করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

এদের মধ্যে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন, রনবীর কাপুর, অভিষেক বচ্চন, জন আব্রাহাম-এর ভূমিকা উল্লেখনীয়। ফুটবলের উন্নয়ন স্রোতে গা ভাসাতে দেখা যেতেই পারত বাঙালি ফুটবল উদ্যোগীদের। তারা সেটা করেননি। অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন বেআইনি আর্থিক সংস্থা বলা অন্য জায়গা থেকে অর্থ জোগাড়ে। সেই টাকা আদতে কাজে আসেনি বাংলা কিংবা দেশের। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ হয়েছে অনেক বেশি। বিদেশি ফুটবলার আনার নামেও কাটপিস অর্থ কামানোর অভিযোগ রয়েছে এই ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে। যার বড় পরিচয় মিলেছে নিম্নমানের বিদেশি আনার ব্যাপারে। দেশের ফুটবল মান উন্নয়নে তাই কোনও উচ্চমানের উদ্যোগ চোখে পড়েনি এই বাংলায়।সেখানেই নীতা আম্বানিরা ঝামা ঘসে দিয়েছে এদের ছদ্ম ফুটবল প্রেমে।

মনের খেয়াল

গঙ্গা কর্মকার, বয়স আট বছর, দ্বিতীয় শ্রেণী, নারায়ণপুর, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

জেনে রেখো

শহিদ আসফাকুল্লা খান, মৃত্যু : ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯

খ্যাতনামা বিপ্লবী শহিদ। উত্তরপ্রদেশের কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসি হয় ফৈজাবাদ জেলে।

শহিদ মতিলাল মল্লিক, মৃত্যু : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৪

১৯৩৪-এ মতিলালের গুলিতে সরকারি বাহিনীর নেতা নিহত হয়। ধৃত মতিলালকে ঢাকা জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহিদ রাজেন্দ্রলাল লাহিড়ী, মৃত্যু : ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৭

বিপ্লবী শহিদ। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পাঠরত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ১৯২৬-এ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলে তাঁর প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়।

বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৃত্যু : ১২ ডিসেম্বর ১৯৫৪

বাংলাদেশের বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নায়করূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুগামী কিরণচন্দ্র সত্যাশ্রয়ী, আদর্শনিষ্ঠ ও কঠোর ত্যাগব্রতী সমাজকর্মী হিসাবে যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

অখিলচন্দ্র নন্দী, মৃত্যু : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

অতি শৈশবে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তীকালে অখিলবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা কুমিল্লায় এক সুসংহত বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। প্রাক্তন বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠান 'সতীর্থ সংহতি'-র সম্পাদক ছিলেন।

মুজাফ্ফর আহমেদ, মৃত্যু : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন মার্কসবাদী মুজফ্ফর আহমেদ ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যানুরাগী। তিনিই প্রথম নজরুলকে সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসেন। কাজী নজরুলের 'ধুমকেতু' পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লেখেন 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে।

ভক্তকুমার ঘোষ, মৃত্যু : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

১৯৩৩ সালে 'বি ভি'-র কর্মীরা মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যা করলে তিনি ও তাঁর বোন সুশীলা দেবী গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছুদিন পরেই মুক্তি পান। তাঁরই উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি 'ফ্রি ক্লিনিক' গড়ে ওঠে যার উদ্বোধন হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মৃত্যু : ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার ধানকোড়া গ্রামে জন্ম। ছাত্রজীবনে কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯২০ সালে কাঁথির লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অভয় আশ্রমের সভাপতি ছিলেন।

ইন্দুভূষণ মজুমদার, মৃত্যু : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

কৈশোরেস সদস্য হন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের 'যুগান্তর' দলের, যাঁর নেতা ছিলেন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস। পরবর্তীকালে মাদারীপুর শহরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। ১৯৪১ সালে কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মুক্তি পান।

আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

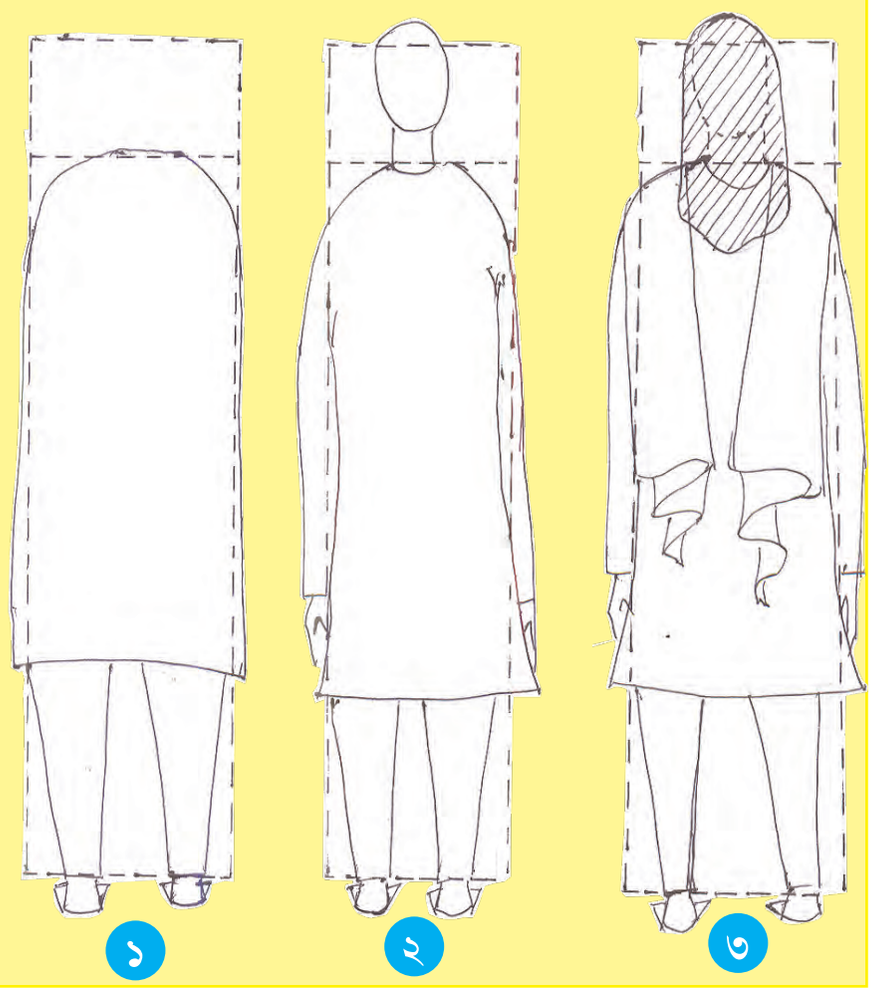

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।